POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ
وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (سورة انفال:28)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

(আল আনফাল: ২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 8
সংখ্যা 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 2 রা মার্চ, 2023 9 শাবান 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যে ব্যক্তি আমার ভালবাসা কামনা করে এবং চায় যে, উর্ধ্বলোকে আমার বিনম্র ও বেদনার্ত দোয়া তার পক্ষে গৃহীত হোক, তবে সে যে ধর্মের সেবক হওয়ার যোগ্য এ বিষয়ে আমাকে যেন আশ্বস্ত করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব

১৪৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সা.)বলেছেন: আমাকে এমন জনপদে (যাওয়া)-র আদেশ দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য জনপদকে খেয়ে ফেলবে। এটিকে 'ইয়াসরাব' বলা হয় আর সেটি হল মদীনা যা (অসৎ) মানুষদের (জঞ্জালের ন্যায়) বের করে দিবে যেভাবে লোহার ভাটা লোহার ময়লা বের করে দেয়।

নোট: হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেন: মদিনার যথাযথ পবিত্রতা একমাত্র তখনই বজায় থাকতে পারত যদি দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরা সেখানে না থাকত। পরের ঘটনাক্রম আঁ হযরত (সা.)-এর কথাটির অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়ন করেছে। ইহুদী গোত্রগুলি চুক্তিভঙ্গ করেছিলে এবং বাইরের শত্রুদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে মদীনার উপর আক্রমণ করিয়েছিল। অবশেষে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে একে একে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর কথার দ্বিতীয় অংশটিও সেই সময় পূর্ণ হয় যখন মদীনা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে এবং খলীফায়ে রাশেদীন-এর যুগে বিরাট বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। অন্যান্য জনপদকে খেয়ে নেওয়ার অর্থ সেগুলি বিজিত হবে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু ফাযায়েলুল মাদীনা, ২০০৮)

জুমআর খুতবা, ১৩ জানুয়ারী, ২০২৩

সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

নির্জনতার প্রতি আকর্ষণ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভীষণ নির্জনতা প্রিয় ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন: "খোদা তা'লা যদি আমাকে বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন যে, নির্জনতা ও জনপ্রিয়তার মধ্যে কোনটিকে তুমি পছন্দ করবে? তবে আমি সেই পবিত্র সত্তার নামে শপথ করে বলছি, আমি নির্জনতাকেই বেছে নিব। তিনিই তো আমাকে জোর করে জগতের সামনে টেনে বের করে এনেছেন। নির্জনতার মধ্যে যে কি আনন্দ তা খোদা ছাড়া কে-ই বা জানে? আমি প্রায় ২৫ বছর যাবৎ নিভৃত বাস করেছি, কখনও এক মুহূর্তের জন্যও খ্যাতির আসনে বসতে চাই নি। মানুষের বৈঠকে বসতে আমি সহজাতভাবেই অপছন্দ করি। কিন্তু প্রভুর আদেশ শিরোধার্য। আমার বাইরে বসা, প্রাতঃ ও সান্ধ্য ভ্রমণে বের হওয়া এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলা এসবই আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের তাগিদ।"

খোদার ধর্মের সেবকরাই আমার দোয়া পাওয়ার যোগ্য।

ধর্মসেবার কাজে যদি কেউ কলম ধরত বা এই উদ্দেশ্যে অন্য কোনও রকম প্রচেষ্টা করত, তবে হুযুর তাকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ধর্ম সেবার জন্য কেউ যদি আমাকে একটি শব্দও লিখে দেয়, তবে তা আমার কাছে মুক্তো ও স্বর্ণমূদ্রার চেয়েও বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়। যে ব্যক্তি আমার ভালবাসা কামনা করে এবং চায় যে, উর্ধ্বলোকে আমার বিনম্র ও বেদনার্ত দোয়া তার পক্ষে গৃহীত হোক, তবে সে যে ধর্মের সেবক হওয়ার যোগ্য এ বিষয়ে আমাকে যেন আশ্বস্ত করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারংবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছেন- 'আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে কেবল খোদা তা'লার জন্য ভালবাসি। স্ত্রী হোক, সন্তান হোক কিম্বা বন্ধুবান্ধব, কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্যই আমার সকলের সঙ্গে সম্পর্ক।

বন্ধুত্বের প্রতি সম্মান

"আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে একটি বারের জন্যও বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করে, আমি তার অঙ্গীকারকে এতটাই সম্মান দিই যে, তার প্রকৃতি যেমনই হোক আর সে যা কিছু হোক, আমি তার থেকে বন্ধন ছিন্ন করতে পারি না। তবে যদি সে নিজে থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে আমি নিরুপায়। অন্যথায় আমার বিশ্বাস, আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে যদি কেউ মদ্যপানের পর বাজারে লুটিয়ে পড়ে থাকে আর তাকে মানুষের ভিড় ঘিরে ধরে রাখে, তথাপি আমি তাকে কারো সমালোচনার ভয় না করে তাকে তুলে নিয়ে আসব।

তিনি (আ.) বলেন: বন্ধুত্বের অঙ্গীকার অতি মূল্যবান রত্ন। এটিকে হেলায় নষ্ট করা উচিত নয়। বন্ধুদের থেকে যতই অপ্রীতিকর আচরণ প্রকাশ পাক, তা ক্ষমা করে দেওয়া এবং ভুলে যাওয়া উচিত।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

মানুষ সাধারণত পিতামাতার তেমন সেবা করতে পারে না, যেমন সেবা পিতামাতা শৈশবে তাদের করেছিলেন। এই জন্যই বলা হয়েছে, সব সময় দোয়া করতে থাক যে, হে খোদা! তুমি তাদের উপর দয়া কর, যাতে তাদের কর্মের যে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেছে তা দুর হয়।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ○ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ
بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ

অর্থ: তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।'

তোমাদের হৃদয়ে যাহা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা সর্বাধিক অবগত আছেন, যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি বার বার আল্লাহর নিকট বিনত হয় নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি অতীব ক্ষমাশীল।

(সুরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ২৫-২৬)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)সুরা নহলের ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

আর তাদের জন্য করুণা সহকারে নিজের বিনয়ের ডানা প্রসারিত কর। এবং এই দোয়া কর যে, হে আমার প্রভু! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। কেননা, তারা শৈশবে আমার প্রতিপালন করেছে।

(এরপর ১০ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)

(ওয়াকফে নও ছেলেদের ক্লাসের শেষাংশ.......)

এহতেশাম আব্বাসি সাহেব নিবেদন করে যে, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি জামাতের কাজকর্মের মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি পাঁচ দিন কলেজ যান আর সপ্তাহান্তের দুটি দিন ছুটি পান। এই সময়টুকু এদিক সেদিকে নষ্ট না করে, কম্পিউটারে অনর্থক কিছু না দেখে সেই সময়টুকুই জামাতকে দিতে পারেন। প্রথমত, খুদ্দামুল আহমদীয়াকে বলুন আপনাকে কিছু কাজ দিতে। এরপর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন যে সপ্তাহান্তে চার বা পাঁচ ঘন্টা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যয় করবেন। (চলবে....)

এটা আপনাকে ভবিষ্যতে জামাতের সেবা করার সময় সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়াকে বলুন, তারা আপনাকে কোনও কাজ দিতে চাইলে দিন।

মহম্মদ আহমদ সৈয়্যদ তাহের প্রশ্ন করে যে, জামাতের বর্তমান চাহিদা দৃষ্টিপটে হুযুর আমাদেরকে হাই স্কুলের পর কোন ক্ষেত্রে যাওয়ার পরামর্শ দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার আগ্রহ কিসে? খাদিমটি উত্তর দেয়, কম্পিউটার সাইন্স এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমার আগ্রহ রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মরকযকে নিজের আগ্রহের কথা জানিয়ে দিন আর আপনার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর যথারীতি জীবন ওয়াকফ করতে চান। মরকযের পক্ষ থেকে আপনি দিক-নির্দেশনা পেয়ে যাবেন। আপাতত আপনার যে বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে আপনি তা মন দিয়ে পড়ুন।

আব্দুল ওদুদ ভট্টি প্রশ্ন করে যে, যে- সমস্ত ওয়াকফে নও নিজেদের শিক্ষা পূর্ণ করে ফেলেছে এবং এখনও নিজের ফিল্ডে চাকরী পায় নি, তারা কি অন্য ক্ষেত্রে চাকরী করবে না কি নিজের ফিল্ডেই চেষ্টা চালিয়ে যাবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ওয়াকফে নও হিসেবে শিক্ষা পূর্ণ হওয়ার পর সর্বপ্রথম মরকয থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করুন। তাদেরকে বলুন যে আপনার শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে আর জিজ্ঞাসা করুন যে, এখন কি করতে হবে।জামাত কি চায় আপনাকে নিয়োগ করতে, নাকি অন্য কোনও কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব? মরকয আপনাকে নির্দেশ দিবে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী সময়টুকু নষ্ট না করে কোন না কোন কাজ করুন, ছোটখাট কাজ হলেও। আপনার ফিল্ডে যদি কাজ না পাওয়া যায় আর পরিবর্তে অন্য কোনও ছোটখাট কাজ পাওয়া যায়, তবে সময় নষ্ট না করে সেই কাজ করা উচিত। নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখা শ্রেয় আর মরকয থেকেও দিক-নির্দেশনা নিতে থাকুন।

বুধবার, ১৩ই অক্টোবর, ২০২২।

হুযুর আনোয়ার সকাল ৬:১৫টায় 'বায়তুর রহমান' মসজিদে ফজরের নামায পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার বিশ্রাম কক্ষে যান।

সকালে হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন দেশের ফ্যাক্স এবং ই-মেল চেক করেন এবং নির্দেশনা প্রেরণ করেন। এছাড়া তিনি অফিসের বিভিন্ন কাজে মগ্ন থাকেন।

হুযুর আনোয়ার নামায পড়ানোর পর বিশ্রাম কক্ষের দিকে যাওয়ার পথে দুই দিকে জামাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁকে একটি বার দেখার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর তাঁকে দেখা মাত্রই ভালভাসার উচ্ছ্বাসে নারাধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে। চতুর্দিক থেকে হুযুর আনোয়ারকে সালাম জানানো হতে থাকে সেই সঙ্গো 'ইন্নি মাআকা ইয়া মসরূর' ধ্বনি মুখরিত হতে থাকে।

মসজিদের বাইরের চত্বরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকহারে মার্কি লাগানো হয়েছিল আর সেখানেই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলাদের খাবারের ব্যবস্থাও পৃথক ছিল। আর কোভিড পরীক্ষার জন্যও পৃথক পৃথক মার্কি স্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়াও রেজিস্ট্রেশনের জন্যও পৃথক মার্কি ছিল। এখানে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যক্তি আসে, তাদের প্রত্যেকের কোভিড পরীক্ষা করা হয়। প্রতিদিন প্রায় শত শত মানুষের কোভিড পরীক্ষা হয় আর অনেক সময় এই সংখ্যা হাজারের অধিক হয়। মোট কথা সমস্ত ব্যবস্থাপনা ব্যাপকহারে করা হয়েছিল। গাড়ির পার্কিং-এর জন্য একাধিক স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল। আর এখানে মানুষের যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সুসংগঠিত ভাবে করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে দুই হাজার মাইলেরও বেশি দূর থেকে জামাতের সদস্যরা এখানে এসে বসে আছেন আর সারা দিন মসজিদ এবং মার্কিতেই তাঁরা কাটিয়ে দেন, হুযুরকে দেখার কোনও মুহূর্ত হাতছাড়া করতে চান না তাঁরা। এই দিনগুলি আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি অর্জন করার।

সাক্ষাতকারীদের আবেগ অনুভূতির বর্ণনা

মহসেন বেগ নামে এক সদস্য সাক্রামেন্টো জামাত থেকে এসেছিলেন, যা ২৭৫১ কিমি দূরে অবস্থিত। সাক্ষাত করে বাইরে আসার পর তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে বলছিলেন– 'আমার আবেগ অনুভূতির কথা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। শৈশবেই আমার পিতা মারা যান। আজীবন তাঁর অভাব বোধ করেছি। মনের মধ্যে এক শূন্যতা ছিল, আজ আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা ও আমাদের প্রিয় হুযুর দেখার পর সেই শূন্যতা দূর হয়েছে। আমার মন প্রশান্তি লাভ করেছে। হুযুরের চেহারা যেন মূর্তিমান নূর। আমি ভীষণ আনন্দিত।

ফারুক খান নামে এক আহমদী বলেন, আমি ভিতরে যাওয়া মাত্রই প্রশান্তি লাভ করেছি আর আমার সমস্ত সমস্যা ও চিন্তা দূর হয়ে গেছে আর আমি আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি।

তাহের নাসীম সাহেব বাল্টিমোর জামাত থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গো প্রথমবার সাক্ষাত করলাম। আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। হুযুরকে দেখেই মানুষ আনন্দ লাভ করতে পারে। তাঁর চেহারায় শুধুই নূর দেখেছি। আমি অনেক কিছু ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু সেখানে সব কিছু ভুলে গেছি। আমি শুধু দোয়ার আবেদন করেছি। হুযুর অনেক দোয়া করেছেন এবং আমার ছেলেমেয়েদের স্নেহভরে তাবাররুক দিয়েছেন।

আশির আহমদ সাহেব নিজের আবেগের কথা জানিয়ে বলেন: হুযুরের চেহারা ভীষণ আলোকময়। আমি শ্রীলঙ্কা থেকে এখানে এসেছি। হুযুর আনোয়ারকে আমাকে কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন আর আমার দোয়া করেছেন।

বখশ হাদি সাহেব সেন্ট্রাল জার্সি থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবাগত আহমদী আর হুযুরের সঙ্গো প্রথম সাক্ষাত করলাম। সাক্ষাতের সময় আমার মনে যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা আপনি হয়তো অনুমান করতে পারবেন না। আমি এর পূর্বে শিয়া ধর্মমতের অনুসারী ছিলাম। সেখানে আমি কোনও প্রশান্তি লাভ করি নি। এরপর আহমদীদের সঙ্গো মেলামেশা শুরু হয় আর আমার আশ্বস্ত হয়। আজ হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সঙ্গো সাক্ষাত করে আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, এটিই সঠিক পথ আর এটিই সত্যপথ।

পেনিনসেলভিনিয়া থেকে জিয়ারুর রহমান সাহেব এসেছিলেন। সাক্ষাত করে আসার পর তাঁর চোখে মুখে এত আনন্দ ফুটে উঠছিল যে, তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। অনবরত আল হামদোলিল্লাহ এবং শুকার আলহামদোল্লিাহ্ পাঠ করে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'হুযুর বলছেন, এখন ছোট ছেলেও বিয়ে দিন। ' পরিবারটি সাক্ষাতের পর এতটাই আনন্দিত ছিল যে তারা একে অপরের সঙ্গো আলিঙ্গানবদ্ধ হয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছিল।

আব্দুস শুকুর সাহেব কোলোম্বাস থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার জীবনের বাসনা আজ পূর্ণ হল। একটাই বাসনা ছিল, হুযুরের সঙ্গো সাক্ষাত করার। আজ আল্লাহ্ তা'লার সেই বাসনা পূণ করেছেন। ১৩ বছর আমি নেপালে কাটিয়েছি আর তিন বছর আগে এখানে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমরা এতটাই আনন্দিত যা বর্ণনা করা যায় না। এটি আমাদের জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত ছিল। হুযুর আমাদের জন্য দোয়াও করেছেন।

তাহের মাহমুদ সাহেব বাল্টিমোর থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ জীবনে প্রথম হুযুরের সঙ্গো সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হল। বহু দিন থেকে আমরা এই দিনটির অপেক্ষা করছিলাম। হুযুরের সঙ্গো সাক্ষাত হওয়া এবং তাঁর নেতৃত্বে নামায পড়া আমাদের পরম সৌভাগ্য। দারুন একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ এটা।

জামাত রোচিস্টার থেকে হাফীয আহমদ সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে আমার বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। আমি

এরপর ৯ পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। (২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

জুমআর খুতবা

রসুলুল্লাহ্ (সা.) দুই বার বলেছেন,‘যারা নামায পড়ে আমাকে তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এটি বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্যও একটি শিক্ষনীয় বিষয়।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা বদরী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, হযরত সালেহ শুকরান, হযরত মালিক বিন দুখশাম, হযরত আকাশা, হযরত খারজা বিন যায়েদ, হযরত খালিদ বিন বুকায়ের এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর জীবনালেখ্য।

বুর্কিনাফাসোর মাহদী আবাদে ৯ আহমদীর মর্মান্তিক শাহাদত বরণ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৩ জানুয়ারী, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৩সুলাহ ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,যেমনটি আমি বিগত এক খুতবায় বলেছিলাম, কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণের কিছু অংশ রয়ে গেছে, তা বর্ণনা করব। অতএব আজ এই ধারাবাহিকতায় প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.) সম্পর্কে আলোচনা হবে। তিনি বনু আসাদ গোত্রের সদস্য ছিলেন। আর (এই) গোত্র সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তিনি বনু আব্দে শামসের মিত্র ছিলেন অথচ কারো কারো মতে তিনি হারব বিন উমাইয়্যার মিত্র ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ :১৯৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না আবার খর্বকায়ও ছিলেন না, তার মাথার চুল খুবই ঘন ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৭)

তাকে একটি অভিযানের নেতা নিযুক্ত করার সময় মহানবী (সা.) যে মন্তব্য করেন তা হলো তার (রা.) কষ্টসহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও নির্ভিকচিত্ততার প্রমাণ বহন করে।হযরত সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাদের ওপর এমন একজনকে নেতা নিযুক্ত করে প্রেরণ করব, যে তোমাদের চেয়ে খুব বেশি ভালো না হলেও ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে দৃঢ় বা সহিষ্ণু হবে। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)-এর নেতৃত্বে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকা অভিমুখে যাই।

(আসসীরাতুন নাববীয়া লি ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৫-৩৬৬)

এই অভিযানে সফলতা লাভের পর যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হয় সে সম্পর্কে লেখা হয়েছে, এই যুদ্ধাভিযান থেকে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিষয়ে কারো কারো অভিমত হলো, এটিই মুসলমানদের অর্জিত প্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.) এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে অবশিষ্ট চার ভাগ বিতরণ করে দেন এবং এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য রেখে নেন। ইসলামে এটিই প্রথম খুমস ছিল যা সেদিন নির্ধারণ করা হয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ :১৯৫)

ইমাম শা’বী বর্ণনা করেন, ইসলামে সর্বপ্রথম পতাকার প্রচলন করেন আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.), এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শের অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদই প্র থম সম্পদ যা (লোকদের মাঝে) বণ্টন করা হয়েছিল।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামা ন্নাবীঈন (পুস্তকে) তার সম্পর্কে বলেন, কুরয বিন জাবের মক্কার একজন নেতা ছিল, যে কুরাইশদের একটি দল সাথে নিয়ে পূর্ণ সতর্কতার সাথে মদীনার চারণভূমিতে, যা শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল, অতর্কিত আক্রমণ চালায়, (এটি আরেকটি অভিযানের ঘটনা); আর মুসলমানদের উট প্রভৃতি তাড়িয়ে নিয়ে যায়। (এই) আকস্মিকআক্রমণ স্বভাবতই মুসলমানদের আতঙ্কিত করে তুলে। কেননা কুরাইশ নেতাদের পক্ষ থেকে পূর্বে ই এই হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে, আমরা মদীনায় আক্রমণ করে মুসলমানদের ধ্বংস ও বিনাশ করব, (তাই) মুসলমানরা খুবই চিন্তিত হন এবং এসব আশঙ্কা দেখে মহানবী (সা.) কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে আরো কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে মনস্থ করেন, যেন এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ যথাসময়ে পাওয়া যায় আর মদীনা সকল প্রকার অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। [আচ্ছা, প্রথমে যে অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছিল সেই বিষয়েই তিনি (রা.) এসব কথা বলছেন।]তিনি (রা.) বলেন, অতএব এই উদ্দেশ্যেই তিনি (সা.) ৮জন মুহাজেরের একটি দল গঠন করেন এবং বিচক্ষণতার ভিত্তিতে এই দলে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের রাখেন যেন কুরাইশের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। আর তিনি (সা.) নিজের ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শকে এই দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এছাড়া সাধারণ মুসলমানদের কাছে এ দলটি প্রেরণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গোপন রাখার জন্য তিনি (সা.) এই দলটি প্রেরণ করার সময় দলের নেতাকেও বলেন নি যে, তাদের কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে বরং যাত্রার প্রাক্কালে তার (আমীরের) হাতে একটি মোহরাঙ্কিত পত্র ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এই পত্রে তোমাদের জন্য নির্দেশনা লিপিবদ্ধ আছে। [যদিও এই বিবরণের কিছুটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করা হয় নি।] যাহোক তিনি (রা.) লিখেন,মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা মদীনা থেকে দুদিনের পথ অতিক্রম করার পর এই পত্রটি খুলে এতে (বর্ণিত) নির্দে শনা অনুযায়ী কাজ করবে। কাজেই আব্দুল্লাহ্ এবং তার সঙ্গীরা তাদের নেতার নির্দেশানুযায়ী যাত্রা করেন এবং দু দিনের পথ অতিক্রম করার পর আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর ফরমান বা পত্রটি খুলে এসব কথা লিখিত দেখতে পান যে,“তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় যাও এবং সেখানে পৌঁছে কুরাইশের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমাদেরকে সেই তথ্য এনে দাও। যেহেতু মক্কার এতটা নিকটে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

(তাই) তিনি (সা.) পত্রের নীচে এই নির্দেশনাও লিখে দেন যে, এই মিশন সম্পর্কে অবগত হবার পর তোমার কোনো সঙ্গী যদি এই দলে যুক্ত থাকতে দ্বিধাবোধ করে হয় এবং ফিরে আসতে চায় তাহলে তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিয়ে দিও।

আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনা তার সঙ্গীদের পড়ে শোনানোর পর সবাই সমস্বরে বলে, আমরা সানন্দে এই সেবার জন্য প্রস্তুত আছি। এরপর এ দলটি নাখলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে তারা বাহরান নামক স্থানে পৌঁছলে সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর উট হারিয়ে যায়। সেগুলো খুঁজতে খুঁজতে তারা তাদের সঙ্গীদের কাছ থেকে দলছুট হয়ে পড়েন এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তারা তাদের (সঙ্গীদের) খুঁজে পায় নি। ফলে এই দলের সদস্যসংখ্যা কেবল ৬জনে গিয়ে দাঁড়ায়। [সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর (স্মৃতিচারণের) সময় এই (ঘটনার) আংশিক বর্ণিত হয়েছিল।]

পুনরায় তিনি (রা.) লিখেন, মিস্টার মার্গুলিস এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছে, সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং উতবা (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের

উট ছেড়ে দিয়েছিল আর এই অজুহাতে তারা পেছনে থেকে যান। তিনি (রা.) লিখেন, ইসলামের সেবায় উৎসর্গিত (এসব লোক), যাদের জীবনের একেকটি ঘটনা তাদের বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের সাক্ষ্য বহন করে আর যাদের মাঝে একজন বী'রে মাউনার যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছেন আর অপরজন অনেকগুলো ভয়াল যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে অবশেষে ইরাক বিজয়ী হন, তাদের সম্পর্কে এমন সন্দেহ পোষণ করা আর শুধুমাত্র নিজের মনগড়া চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে সন্দেহ করা মিস্টার মার্গুলিসেরই শোভা পায়। তিনি (রা.) লিখেন, এখানে মজার বিষয় হলো, মার্গুলিস সাহেব নিজের বইয়ে এই দাবি করেন যে, আমি সকল প্রকার বিদ্বেষমুক্ত হয়ে এই বইটি লিখেছি। (যাহোক, এই বাক্যটি প্রসঙ্গক্রমে ছিল।) তিনি (রা.) লিখেন, মুসলমানদের ছোট্ট দলটি নাখলা পৌঁছে নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর তাদের মধ্যে কয়েকজন গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্তে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে ফেলেন, যাতেপথচারিরা তাদেরকে উমরা করতে এসেছেন মনে করে কোনো প্রকার সন্দেহ না করে। কিন্তু তাদের সেখানেপৌঁছার খুব বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই হঠাৎ কুরাইশদের ছোট্ট একটি দলও সেখানে এসে উপস্থিত হয় যারা তায়েফ থেকে মক্কা অভিমুখে যাচ্ছিল। ফলে এই দুটি দল পরস্পর মুখোমুখি হয়ে যায়। (তখন) মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে যে, এখন কী করা উচিত??

মহানবী (সা.) তাদেরকে একান্ত গোপনে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু অপরদিকে কুরাইশের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আর এখন উভয় পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। পরন্তু স্বভাবতই এই আশংকাও ছিল যে, এখন কুরাইশের এই কাফেলাটি যেহেতু মুসলমানদের দেখে ফেলেছে, তাই এই সংবাদ সংগ্রহের বিষয়টিও আর গোপন থাকবে না। এটিও একটি সমস্যা ছিল যে, কোনো কোনো মুসলমানের ধারণা ছিল এটি রজব, অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসের শেষ দিন, যখন আরবের প্রাচীন প্রথা অনুসারে যুদ্ধ হওয়া অনুচিত কিন্তু কেউ কেউ মনে করেছিল রজব মাস পার হয়ে গেছে এবং সাবান (মাস) শুরু হয়েছে আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে, এই সারিয়া বা যুদ্ধাভিযানের জন্য জমাদিউল আখেরে প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে এই দিনটি জমাদিউল আখের না রজব (মাসের) সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু অপরদিকে নাখলার উপত্যকা একেবারে হারাম তথা মক্কার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। কাজেই এটি স্পষ্ট ছিল যে, আজই যদি কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় তাহলে আগামীকাল এই কাফেলা মক্কার সীমানায় প্রবেশ করবে, যার সম্মান রক্ষা করা অপরিহার্য হবে। তাই এসব বিষয় চিন্তাকরে মুসলমানরা অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কাফেলার ওপর আক্রমন করে হয় কাফেলার সদস্যদের বন্দি করা হবে অথবা তাদের হত্যা করা হবে। তাই তারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আক্রমণ করে । এর ফলে কাফিরদের একজন যার নাম ছিল আমর বিন আল্ হাযরামী (সে) নিহত হয় আর দুজন বন্দি হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চতুর্থজন পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং মুসলমানরা তাকে আটক করতে পারে নি আর এভাবে তাদের পরিকল্পনা সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসেও ব্যর্থ হয়। এরপর মুসলমানরা কাফেলার জিনিসপত্র করায়ত্ত করে। কিন্তু কুরাইশের একজন যেহেতু প্রাণে বেঁচে ফিরে গিয়েছিল আর নিশ্চিত ছিল যে, এই যুদ্ধের সংবাদ দ্রুত মক্কায় পৌঁছে যাবে, (তাই) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ এবং তার সঙ্গীরা গণিমতের মালপত্র নিয়ে ত্বরিৎ মদীনা অভিমুখে ফিরে আসেন।

মিস্টার মার্গুলিস এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেন, প্রকৃতপক্ষে মু হাম্মদ (সা.) জেনেশুনে এই অভিপ্রায়েনিষিদ্ধ মাসে এ দলটি প্রেরণ করেছিলেন। এর কারণ হলো স্বভাবতই এই মাসে কুরাইশরা উদাসীন বা অসতর্ক থাকবেন, তাই কাফেলা লুট করার সহজ এবং নিশ্চিত সুযোগ মুসলমানরা লাভ করবে। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই বুঝতে পারে যে, এমন ছোট্ট দলকে এত দূরদূরান্তে র অঞ্চলে (শুধুমাত্র) কোনো কাফেলাকে লুট করার জন্য পাঠানো যেতে পারে না, বিশেষভাবে যখন শত্রুদের কেন্দ্র এত নিকটে থাকে। এছাড়া এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, এই দলটি নিছক সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেইপ্রেরণ করা হয়েছিল আর মহানবী (সা.) যখন এটি জানতে পারেন যে, সাহাবীরা কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছে তখন তিনি চরম অসন্তুষ্ট হন। কাজেই রেওয়ায়েতে এসেছে, এ দলটি যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি পুরো বৃত্তান্ত অবহিত হন তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেই নি আর তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিতে অস্বীকৃতি জানান।

তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ও তার সঙ্গীরা খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। ফলে তারা ভেবে নেন, আমরা এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছি। সাহাবীরাও তাদেরকে চরম তিরস্কার করে বলেন, তোমরা এমন কাজ করেছ যার নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হয় নি আর তোমরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করেছ অথচ এই অভিযানে তোমাদের কোনোভাবেই যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না। অপরদিকে কুরাইশরাও হইচই আরম্ভ করে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের অবমাননা করেছে। এছাড়া যে ব্যক্তি নিহত হয়েছিল, অর্থাৎ আমর বিন আল্‌হাযরামী সে একজন নেতা ছিল, উপরন্তু সে মক্কার নেতা উতবা বিন রবিয়্যার মিত্রও ছিল। এ কারণেও এই ঘটনাটি কুরাইশদের ক্রোধের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে আর তারা পূর্বের চেয়েও অধিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মদীনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কাজেই, বদরের যুদ্ধ মূলত কুরাইশদের এই প্রস্তুতি এবং উত্তেজনা ও শত্রুতার ফলাফল ছিল। মোটকথা, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমান ও কাফির উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক বচসা হয় আর পরিশেষে কুরআনের নিম্নোক্ত ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের প্রশান্তির কারণ হয়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۚ
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ
اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۚ

অর্থাৎ মানুষ তোমাকে জিজ্ঞেস করে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা কেমন (বিষয়)? তুমি তাদেরকে উত্তর দাও, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে অতি মন্দ বিষয়, কিন্তু পবিত্র মাসে খোদার ধর্ম হতে মানুষকে জোরপূর্বক বাধা দেওয়া, বরং পবিত্র মাস এবং মসজিদুল হারাম উভয়ের অস্বীকার করা, অর্থাৎ সেগুলোর পবিত্রতার অবমাননা করা আর এছাড়া হেরেমের এলাকা থেকে সেখানকার অধিবাসীদের জোর করে বহিষ্কার করা যেমনটি কিনা হে মুশরিকরা! তোমরা করছো- এই সমস্ত বিষয় খোদা তা'লার কাছে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও অধিক জঘণ্য। এছাড়া নিশ্চিতভাবে পবিত্র মাসে দেশের ভেতর নৈরাজ্য সৃষ্টি করা সেই হত্যার চেয়ে নিকৃষ্ট যা নৈরাজ্যকে দূর করার জন্য করা হয়। তবে হে মুসলমানেরা! কাফেরদের অবস্থা হলো, তোমাদের শত্রুতায় তারা এতটা অন্ধ হয়ে গেছে যে, যেকোনো সময় এবং যেকোনো স্থানেও তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে বিরত হবে না। আর তারা তাদের এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে বিমুখ করে দেয়, কিন্তু শর্ত হলো তারা যদি তার সামর্থ্য রাখে। (সুরা আল্ বাকারা: ২১৮)

অতএব ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতারা নিজেদের হত্যামূলক ষড়যন্ত্রসমূহ পবিত্র মাসেও যথারীতি জারি রাখত। বরং পবিত্র মাসগুলোর বিভিন্ন সভা ও সফরের সুযোগ নিয়ে তারা এসব মাসে নিজেদের নৈরাজ্যমূলক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি সোচ্চার হয়ে যেত আর চরম নির্লজ্জতার সাথে নিজেদের হৃদয়কে মিথ্যা আশ্বাস দেয়ার জন্য সেসব সম্মানিত মাসকে তারা নিজ অবস্থান হতে এদিকসেদিক স্থানান্তরিতও করে দিত যেটিকে তারা 'নাসী' নামে অবহিত করত। এরপর তো তারা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি থাকা অবস্থায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার কাফের ও তাদের সঙ্গীরা হেরেমের এলাকায় মুসলমানদের এক মিত্র গোত্রের বিরুদ্ধে তরবারি চালায়। অতঃপর যখন মুসলমানরা সেই গোত্রের পক্ষে বের হয় তখন তাদের বিরুদ্ধেও ঠিক হেরেমের ভেতর তরবারি ব্যবহার করে। অতএব এই উত্তরে মুসলমানরা তো আশ্বস্ত হওয়ারই ছিল, কুরাইশরাও কিছুটা স্তিমিত হয় আর এরই মাঝে তাদের লোকেরাও নিজেদের দুই বন্দিকে মুক্ত করার জন্য মদীনায় পৌঁছে যায়। কিন্তু তখনও যেহেতু হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং উতবা ফিরে আসেন নি আর মহানবী (সা.) তাদের বিষয়ে চরম শঙ্কিত ছিলেন যে, তারা যদি কুরাইশদের হস্তগত হন তাহলে কুরাইশরা তাদেরকে জীবিত ছাড়বে না। তাই তিনি (সা.) তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দিদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমার লোকেরা সুরক্ষিতভাবে মদীনায় পৌঁছলে আমি তোমাদের লোকদের মুক্ত করে দিব। অতএব যখন তারা দুজন ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) ফিদিয়া গ্রহণ করে উভয় বন্দিকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু সেই বন্দিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির ওপর মদিনায় অবস্থানকালে মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্র আর ইসলামী শিক্ষার সত্যতার এতটা গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, সে মুক্ত হওয়ার পরও ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় আর মহানবী (সা.)-এর হাতে মুসলমান হয়ে তাঁর সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর অবশেষে বে'রে মঊনায় শহীদ হয়। তার নাম ছিল হাকাম বিন কায়সান।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ., পৃ: ৩৩০-৩৩৪)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শের তরবারি ওহুদের যুদ্ধের দিন ভেঙে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) তাকে 'উরজুন',অর্থাৎ খেজুরের একটি কাণ্ড দেন।

অতএব সেটি তার হাতে তরবারির ন্যায় হয়ে যায়। সেদিন থেকেই তিনি 'উরজুন' উপাধিতে প্রসিদ্ধি পান।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ :১৯৬)

আবু নঈম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ নিজ প্রভুর নামে প্রতিজ্ঞাকারী আর খোদার ভালোবাসাকে নিজ হৃদয়ে স্থান দানকারী এবং সর্বপ্রথম ইসলামী পতাকা প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৮)

ইমাম শা'বী-র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আমার কাছে বনী আমের এবং বনী আসাদের দুই ব্যক্তি পরস্পরের সাথে গর্ব ও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ করতে করতে আগমন করে। বনী আমেরের ব্যক্তি বনী আসাদের ব্যক্তির হাত ধরে রেখেছিল। আসাদ গোত্রের ব্যক্তি বলছিল, আমার হাত ছেড়ে দাও। অপরদিকে আমের গোত্রের লোক বলছিল, খোদার কসম! আমি আপনাকে ছাড়ব না। তখন ইমাম শা'বী বলেন, আমি তাকে বলি, হে বনী আমেরের ভাই! তাকে ছেড়ে দাও এবং আসাদ গোত্রের ব্যক্তিকে বলি, তোমার ছয়টি বৈশিষ্ট্য এমন যা পুরো আরবে কারো মাঝে নেই।

সেগুলো হলো, প্রথম- তোমাদের মধ্য থেকে এক মহিলাকে মহানবী (সা.) বিয়ে করতে চাইলে আল্লাহ্ তা'লা তা করিয়েছেন আর তাদের উভয়ের মাঝে দূত ছিলেন হযরত জিবরাঈল। আর সেই মহিলা ছিলেন হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.)। আর এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়।

দ্বিতীয়- তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ছিলেন জান্নাতী, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তিনি বিনয়ের সাথে চলতেন। আর তিনি ছিলেন হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)। আর এটি তোমাদের জাতির জন্য গর্বের বিষয়।

তৃতীয়- ইসলামে সর্বপ্রথম পতাকা, অর্থাৎ নিশান যা দেয়া হয়েছে তাও তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শকে দেয়া হয়েছে। আর এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়।

চতুর্থ- সর্ব প্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা ইসলামে বণ্টন করা হয়েছে তা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহশের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

পঞ্চম- বয়আতে রেজওয়ানে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম বয়আত করে সে তোমাদের জাতির সদস্য ছিল। সে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন যেন আমি আপনার বয়আত করতে পারি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কোন্ কথার ওপর আমার বয়আত করবে? সে উত্তরে বলে, যা আপনার হৃদয়ে রয়েছে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আমার হৃদয়ে কী আছে? সে উত্তর দেয়, বিজয় বা শাহাদাত। সুতরাং হযরত আবু সিনান মহানবী (সা.)-এর নিকট বয়আত করেন। এরপর মানুষ আসত আর বলত, হযরত আবু সিনান (রা.)-এর বয়আতের শর্তানুযায়ী আমরাও বয়আত করছি। আর এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়।

ষষ্ঠ- বদরের যুদ্ধে ৭জন মুহাজের তোমাদের জাতির ছিল আর এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৫-৩১৬)

অতঃপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ যখন ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন তখন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.) তার স্ত্রী ছিলেন। তার শাহাদাতের পর রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.)কে বিয়ে করে নেন। তিনি ৮ মাস রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ছিলেন আবার এটিও বলা হয় যে, ২-৩ মাস ছিলেন এবং রবিউল আখের মাসের শেষের দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-তার জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

(ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫২)

যেমনটি আমি বলেছি তার বাকি স্মৃতিচারণ পূর্বে করা হয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত সালেহ শুকরান (রা.)-এর। কারো কারো মতে মহানবী (সা.) নিজ পিতার পক্ষ থেকে হযরত শুকরান ও হযরত উম্মে আয়মান (রা.)কে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪)

বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তারা ক্রীতদাস ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৩৬)

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর যে-সব ব্যক্তি (তাঁকে) গোসল করানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে হযরত সালেহ শুকরান (রা.)ও ছিলেন। তিনি ছাড়া আরও ৮জন আহলে বায়তের সদস্যও ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেন, হযরত সালেহ (রা.) আরেকটি সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। [অর্থাৎ যার উল্লেখ করা হয়েছে সেই গোসল করানো সম্পর্কে] তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-কে যখন গোসল করানো হচ্ছিল তখন যে সকল সাহাবী পানি ঢালছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সালেহ শুকরান ও হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) ছিলেন। অতএব রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, মানুষ যখন মহানবী (সা.)-কে গোসল করানোর জন্য একত্রিত হয় তখন ঘরে কেবল মহানবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্যরাই ছিলেন। নবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস ও হযরত আলী, হযরত ফযল বিন আব্বাস, হযরত কুসুম বিন আব্বাস, হযরত উসামা বিন যায়েদ এবং হযরত সালেহ শুকরান, (যিনি) তাঁর (সা.) মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। এরই মাঝে ঘরের দরজায় দাঁড়ানো বনু অওফ বিন খাযরাজ গোত্রের হযরত অওস বিন খওলী আনসারী, যিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি হযরত আলী (রা.)কে ডেকে বলেন, হে আলী! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম বলছি, মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে আমাদের অংশও যেন রাখেন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে বলেন, ভিতরে এসো। ফলে তিনিও ভিতরে প্র বেশ করেন। মহানবী (সা.)-কে গোসল করানোর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন ঠিকই কিন্তু গোসল করানোর কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী (রা.) তার বুক দিয়ে মহানবী (সা.)-এর দেহকে ঠেক দিয়ে রাখেন আর মহানবী (সা.)-এর জামা তঁ ার গায়েই ছিল। হযরত আব্বাস (রা.), ফযল (রা.) এবং কুসুম (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর সাথে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলেন। হযরত উসামা (রা.) এবং হযরত সালেহ শুকরান (রা.) পানি ঢালছিলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে (সা.) গোসল করাচ্ছিলেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, ৬৮২-৬৮৩)

আল্লামা বালাযুরী উল্লেখ করেছেন, হযরত উমর (রা.) হযরত শুকরান (রা.) -এর সুপুত্র আব্দুর রহমান বিন শুকরান (রা.)-কে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন এবং তাকে লিখেন, তোমারকাছে এক পুণ্যবান ব্যক্তি আব্দুর রহমান বিন সালেহ শুকরান (রা)-কে পাঠাচ্ছি যিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টিতে তাঁর পিতার যে মর্যাদা ছিল সেই মর্যাদা দৃষ্টিপটে রেখেই তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৩১)

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে আল্লামা বাভী বলেন, হযরত শুকরান (রা.) মদীনায় বসতি স্থাপন করেন আর বসরাতেও তাঁর একটি বসতবাড়ি ছিল। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৮৫)

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

(ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩১৬)

তাঁর বংশের শেষ ব্যক্তি হারুন অর রশীদের যুগে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। একইভাবে বসরায়ও তাঁর বংশের এক ব্যক্তি বসবাস করত। মুসআব বলেন, তাঁর বংশধারা চলমান ছিল কি না তা আমি জানি না।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৩৬)

হযরত সালেহ শুকরান (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-কে আমি একটি গাধার পিঠে বসে খায়বারের দিকে যেতে দেখেছি আর তখন তিনি (সা.) ইশারায় নামায আদায় করছিলেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ:৫০৫-৫০৬, হাদীস-১৬১৩৭)

[অর্থাৎ বাহনে বসে নামায পড়ছিলেন। বাহনে বসে নামায পড়া যায় কি না- এ বিষয়েও মতান্তর রয়েছে।]

হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.)ও একজন সাহাবী যার স্মৃতিচারণের কিছুটা উল্লেখ করা বাকি আছে। তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.)-এর নাম হযরত মালেক বিন দুখায়শিন এবং ইবনে দুখশুনও বর্ণিত হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪২৫) (মাতালিউল আনওয়ার আলা সিহাহুল আসার, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২)

তাঁর পিতার নাম দুখশুম বিন মারযাখা আর তাঁর নাম দুখশুম বিন মালিক বিন দুখশুম বিন মারযাখাও বর্ণিত আছে। তাঁর মায়ের নাম ছিল উমায়রা বিনতে সা'দ।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৪) (সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৬) হযরত মালেক (রা.)-এর বিয়ে জামিলা বিনতে উবায় বিন সলু লের সাথে হয়েছিল যিনি মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবায় বিন সলু লের সহোদরা ছিলেন।

সুহায়েল বিন আমরকে বন্দি করার সময় হযরত মালেক (রা.) এই পংক্তি পড়েছেন-

أَسَرْتُ سُهَيْلًا فَلَا أَبْتَغِي أَسِيرًا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمْ
وَخِنْدِفُ تَعْلَمُ أَنَّ الْفَتَى فَتَاهَا سُهَيْلٌ إِذَا يُظَّلَمْ
ضَرَبْتُ بِذِي الشَّفْرِ حَتَّى انْثَنَى وَأَكْرَهْتُ نَفْسِي عَلَى ذِي الْعَلَمْ

অর্থাৎ আমি সুহায়েলকে বন্দি করেছি এবং তার পরিবর্তে সমগ্র মানবমণ্ডলীর আর কাউকে আমি বন্দি করতে চাই নি। বনু খন্দফ জানে, সুহায়েলই তার গোত্রের সাহসী যুবক, যখন তার ওপর জুলুম করা হয়। আমি পতাকা বহনকারীর ওপর আঘাত করলে সে এক দিকে ঝুঁকে যায় আর ঠোঁট কাটা সুহায়েল বিন আমরের সাথে যুদ্ধ করতে নিজেকে আমি বাধ্য করেছি।

(সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড পৃ: ২৯০-২৯১)

বদরের বন্দিদের সম্পর্কে উসদুল গাবা পুস্তকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আবু সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আবু ইউসর, মালেক বিন দুখশুম, আওফী এবং তারেক বিন উবায়েদ আনসারী (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছেন এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনি বলেছিলেন, যে-ব্যক্তি এই যুদ্ধে কাউকে হত্যা করবে সে এতটা অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি কাউকে বন্দি করবে সে এতটা পাবে। আর আমরা ৭০ জনকে হত্যা করেছি এবং ৭০ জনকে বন্দি করেছি। তখন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমরাও তাদের মতো করতে পারতাম কিন্তু আমরা এমনটি করতে পারি নি কারণ আমরা পিছন দিক থেকে মুসলমানদের সুরক্ষা করছিলাম। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ স্বল্প এবং মানুষের সংখ্যা অনেক। আপনি যদি তাদেরকে ততটা প্রদান করেন যার প্রতিশ্রুতি আপনিতাদের দিয়েছেন তাহলে কতক লোক কিছুই পাবে না। অতএব এসব লোক কথাবর্তা বলতে বলতে আল্লাহ্ তা'লা (নিম্নোক্ত) আয়াত অবতীর্ণ করেন, يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ [ইয়াসআলুনাকা আনিল আনফাল কুলিল আনফালু লিল্লাহি ওয়ার রসুল] (সূরা আনফাল: ০২) অর্থাৎ হে রসুল! মানুষ তোমার কাছে আনফাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদেরকে বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৯-৭০)

ওহুদ যুদ্ধের দিন হযরত মালিক বিন দুখশুম হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন হযরত খারজা মারাত্মক আহত অবস্থায় বসেছিলেন। তার শরীরে ১৩টির মতো প্রাণঘাতি আঘাত লেগেছিল। হযরত মালেক তাকে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে? হযরত খারজা বলেন, তাঁকে (সা.) যদি শহীদ করা হয়ে থাকে তাহলে (জেনে রাখ!) নিশ্চয় আল্লাহ্ জীবিত এবং তিনি কখনো মরবেন না। মহানবী (সা.) তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। ফাকাতিলু আন দ্বীনিকা। তাই তোমরাও নিজ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো।

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮০)

অপর এক রেওয়ায়েতে এ ঘটনার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর শহীদ হওয়ার গুজব যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন হযরত মালেক বিন দুখশুম হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন তিনি বসেছিলেন এবং তার বুকে ১৩টি প্রাণহারী আঘাত লেগেছিল। হযরত মালেক (রা.) তাকে বলেন, তুমি কি জানো না যে, মহানবী (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে। হযরত খারজা উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) যদি শহীদ হয়ে থাকেন তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ জীবিত আরতিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না। নিশ্চয় তিনি (সা.) বাণী, অর্থাৎ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব নিজ ধর্মের জন্য জিহাদ করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত মালিক হযরত সা'দ বিন রাবি(রা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন আর তিনি ১২টি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত মালিক (রা.)হযরত সা'দ (রা.)কে বলেন, তুমি কি জানো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন? হযরত সা'দ (রা.) উত্তরে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব তোমার তোমাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো, কেননা আল্লাহ্ তা'লা জীবিত এবং তিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না।

(ইমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, কিছু সংখ্যাক লোকের মধ্যে থেকে প্রায় সবাই মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, তিনি অর্থাৎ হযরত মালিক বিন দুখশুম (রা.) মুনাফিকদের আশ্রয়স্থল। এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, সে কি নামায পড়ে না? [তোমরা তাকে মুনাফিক বলছো, সে কি নামায পড়ে না?] তখন লোকেরা বলে, জ্বী (পড়ে) হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)। কিন্তু সে এমন নামায পড়ে যার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তিনি (সা.) দুইবার বলেন, যারা নামায পড়ে তাদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

(আল মুজামুল কবীর লিত তিবরানী, রেওয়াতে নম্বর-৪৪, খণ্ড-১৮, পৃ: ২৬)

এটি বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্যও শিক্ষনীয় বিষয়।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মালিক বিন দুখশুম (রা.)-এর সাথে হযরত মাআনবিন আদী (রা.)-এর ভাই হযরত আসেম বিন আদী (রা.)কে মসজিদে যিরার ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।

(আল মুনতাযিম ফি তারিখুল মুলুক ওয়াল উমুম, প্রণেতা- আল্লামা জাউজি, ৫ম খণ্ড, পৃ;২১৬)

হযরত মালেক (রা.) সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তার বংশবৃদ্ধি হয় নি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৫)

পরবর্তীতে রয়েছে হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। তাঁর স্মৃতিচারণ অল্পই বাকি আছে। তার নাম ছিল উকাশা। মিহসান বিন হুরসান ছিল তার পিতার নাম। তার ডাকনাম ছিল আবু মিহসান। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে দ্বাদশ হিজরী সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)

ইমাম শা'বী উকাশার পরিচয় যে ভাষায় দিয়েছেন তা হলো, এক ব্যক্তি জান্নাতি হওয়া সত্ত্বেও ভুপৃষ্ঠে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করতেন আর তিনি হলেন, উকাশা বিন মিহসান (রা.)।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৫-৩১৬)

দ্বিতীয় হিজরী সনে বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পর রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌শ (রা.)কে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধাভিযানে হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৯)

সীরাতে হালাবিয়াতে উল্লে খ আছে, ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিজ ধনুক দিয়ে অনবরত তির নিক্ষেপ করছিলেন যার নাম ছিল কাতুম। কেননা এখেকে তির নিক্ষেপের সময় কোনো শব্দ হত না। অনবরত তির নিক্ষেপের কারণে অবশেষে এই ধনুকের একটি অংশ ভেঙ্গে যায়। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, এমনকি তঁ ার এই ধনুকের এক মাথা ভেঙ্গে গিয়েছিল যাতে তন্ত্রী বাঁধা হয়। যাহোক অনবরত তির নিক্ষেপের কারণে সেই ধনুক ভেঙে যায়। তঁ ার হাতে ধনুকের এক বিঘত পরিমান তন্ত্রী অবশিষ্ট ছিল। হযরত উকাশা বিন মিহসান(রা.) নিজ ধনুকের তন্ত্রী বাধার জন্য তাঁর (সা.) কাছ থেকে তা নেন, কিন্তু সেই রশিটি ছোট পড়ে যায়। তখন তিনি তাঁর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! এ রশিটি তো ছোট পড়ে গেছে। তিনি(সা.) বলেন, এটি (ধরে) টানো, (দেখবে) লম্বা হয়ে যাবে। হযরত উকাশা (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম!যিনি মহানবী (সা.) কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি সেই রশিটি টান দিলে এতটা দীর্ঘ হয়ে যায় যে, আমি তা দিয়ে ধনুকের মাথায় ২-৩টি প্যাঁচও দিয়েছি এবং খুব ভালোভাবে তা বেঁধে ফেলি।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১১)

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, ষষ্ঠ হিজরী সনে উয়ায়না বিন হিসন গাতফানের অশ্বারোহীদের সাথে নিয়ে গাবায় মহানবী (সা.)-এর দুগ্ধবতী উটনীগুলোর ওপর আক্রমণ করে।

এখানে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উটগুলোচরে বেড়াত, অর্থাৎ চারণভুমি ছিল। গাবায় বনু গাফফার গোত্রের একজন পুরুষ ও মহিলা থাকত। শত্রুরা আক্রমণ করে পুরুষ লোকটিকে হত্যা করে মহিলাকে উটনীগুলোর সাথে নিয়ে যায়। এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত সালামা বিন আকওয়া সর্ব প্রথম অবগত হয়েছিলেন। প্রভাতে তিনি গাবার উদ্দেশ্যে বের হন আর তার সাথে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-এর দাস এবং তার সাথে ঘোড়া ছিল। সানিয়াতুল বিদা (নামক স্থানে) পৌঁছার পর তারা আক্রমণকারীদের কয়েকটি ঘোড়া দেখতে পান। ফলে সালা পাহাড়ের এক দিক থেকে উপরে আরোহন করেন এবং সাহায্যের জন্য পিছনে থাকা তার লোকদের ডাকেন। এরপর তারা শিকারি প্রাণীর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণকারী দলের পিছু ধাওয়া করেন, এমনকি তাদেরকে তারা পেয়ে যান এবং তাদের ওপর তির নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। অশ্বারোহীরা তার দিকে দৃষ্টি দিলেই হযরত সালামা (রা.) লুকিয়ে যেতেন এবং ফিরে আসতেন আর সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি (আবার) তির নিক্ষেপ করতেন। রসু লুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এই ঘটনার সংবাদ পেঁ ছলে তিনি (সা.)ও মদীনায় ঘোষণা করেন, বিপদ আসন্ন। অশ্বারোহীরা রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসতে থাকে। এসব অশ্বারোহীর মাঝে হযরত উকাশা বিন মিহসান এবং অন্যান্য সাহাবাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই যু দ্ধে হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.) উবার এবং তার পুত্র আমর বিন উবারকে ধরে ফেলেন। তারা উভয়েই

একটি উটে আরোহিত ছিল। হযরত উকাশা (রা.) একটি বর্ষা দিয়েই তাদের উভয়কে গেঁথে ফেলেন এবং হত্যা করেন আর ছিনতাইকৃত কিছু উটনী ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

(সিয়ার আলামুন নাবালা,২য় খণ্ড, পৃ: ৫-৭)

এরপর রয়েছে হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। তার ডাকনাম ছিল আবু যায়েদ। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত সা'দ বিন মু আয এবং হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.) ইহুদিদের কয়েকজন আলেমের কাছে তওরাতে উল্লি খিত কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যার উত্তর দিতে সেসব আলেম অস্বীকার করে এবং সত্যকে গোপন করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ
أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ (البقرہ:160)

নিশ্চয়ই সেসব লোকা যারা তা গোপন করে যা আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও পরিপূর্ণ হেদায়েত হতে অবতীর্ণ করেছি; এরপরও যে, আমরা কিতাবে এ বিষয়টি মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছিলাম। এরাই সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন এবং তাদের প্র তি সমস্ত অভিসম্পাতকারীরাও অভিসম্পাত করে। (সুরা আল বাকারা : ১৬০)

(তফসীরে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫০)

এরপর রয়েছে হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। তঁ ার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু বিয়াযা বিন আমেরের সদস্য ছিলেন। তার বংশধর মদীনা এবং বাগদাদের বাসিন্দা ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৮)

তার সম্পর্কে লিখা রয়েছে যোহাক বিন নো'মান বর্ণনা করেন, মাসরূক বিন ওয়ায়েল আকীক উপত্যকা ধরে মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় আসেন। আকীক হলো আরবের কয়েকটি উপত্যকা, খনি এবং অন্যান্য স্থানের নাম আকীক। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো মদীনার ঠিক পশ্চিম দিকে অবস্থিত আকীক উপত্যকা। যাহোক মহানবী (সা.)-এর যুগে মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথটি এই আকীক (উপত্যকা)-এর ওপর দিয়েই যুল হুলায়ফা পৌঁছতো।। বর্তমান যুগের রাস্তাও এটিই। বর্ণনাকারী লিখেন, আর (তিনি) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্র তিষ্ঠিত থাকেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমি চাই, আমার জাতির কাছে আপনি এমন একজন লোক প্রেরণ করবেন যিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবেন। ফলে মহানবী (সা.) তাদের কাছে হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারী (রা.)কে প্রেরণ করেন।

(আল মুজামুল কাবীর, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৬) (দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলাম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৬, হাদীস-৭৯৫)

হযরত যিয়াদ (রা.) ৪১ হিজরী সনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর রাজত্বে র প্রারম্ভিক যুগে পরলোকগমন করেন।তিবরানী বলেন, হযরত যিয়াদ (রা.) কুফায় ছিলেন, কিন্তু মুসলিম ও ইবনে হাব্বান বলেন, তি নি সিরিয়াতে ছিলেন। ইবনে হাব্বান আরো বলেন, তিনি (রা.) ফকীহ্ এবং সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৫২-৬৫৩)

হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) বর্ণনা করেন, কোনো বিষয়ের উল্লেখ করার পর বলেন, এ বিষয়টি জ্ঞান উঠে যাওয়ার পর সংঘটিত হবে। তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! জ্ঞান কীভাবেউঠে যাবে? অথচ আমরা পবিত্র কুরআন পাঠ করি এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াই আর আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের কিয়ামতের পূর্ব পর্য ন্ত পড়াবে। পবিত্র কুরাআন (-এর পাঠনপাঠন) যদি অব্যাহত থাকবে তাহলে জ্ঞান কীভাবে উঠে যাবে? একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে যিয়াদ! আল্লাহ্‌তোমার মঙ্গল করুন। আমি তোমাকে মদীনার সর্বাধিক বিজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম। এসব ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কি তাদের উভয়ের মাঝে বিদ্যমান তওরাত ও ইঞ্জিল পড়ে না? (কিন্তু তারা) এর কোনো নির্দেশের অনুসরণ করে না। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতন, হাদীস-৪০৪৮)

জ্ঞান তখন উঠে যাবে যখন পবিত্র কুরআন পড়া হবে ঠিকই কিন্তু মুসলমানরা (এরনির্দেশের) অনুসরণ করবে না আর বর্তমানে আমরা এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছি।ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কুসায়েদের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইকরামা বিন আবু জাহল (রা.)কে ৫শত মুসলমানের সাথে হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) এবং হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যা বিন আবি উমাইয়্যা (রা.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি (রা.) তখন গিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট পৌঁছেন যখন তারা ইয়ামেনে অবস্থিত নুজায়ের অঞ্চল জয় করে নিয়েছিলেন। তথাপি হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) তাঁকে গনিমতের মাল থেকে অংশ দিয়েছিলেন। বিজয় লাভের পর এই কাফেলা পৌঁছেছিল।ইমাম শাফী বলেন, হযরত যিয়াদ (রা.) এ বিষয়টি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)কে লিখেছিলেন আর হযতর আবু বকর (রা.) তাকে উত্তরে লিখেছিলেন, গনিমতের সম্পদে শুধু তাদেরই অধিকার রয়েছে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে ইকরামা (রা.)-এর জন্য এতে কোনো অংশ নেই। কেননা তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। হযরত যিয়াদ (রা.) তার সঙ্গীদের সাথে এ বিষেয়ে কথা বলেন, তখন তারা ইকরামা এবং তার সৈন্যদলকে সানন্দে এই গনিমতের সম্পদে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

(কিতাবুস সুনান আল কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৯৪)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)-এর। বুকায়ের বিন আব্দে ইয়ালীল তাঁর পিতা ছিলেন। তিনি বনী আদী (গোত্রের) মিত্র বনু সা'দ গোত্রের সদস্য ছিলেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৪)

ইবনে ইসহাক বলেন, আমরা আইয়াস ও তার ভাইদের মধ্যে আকেল, খালেদ এবং আমের ব্যতীত অন্য এমন কোনো চারজন ভাইকে চিনি না যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এই চার ভাই একসাথে হিজরত করেছিল এবং মদীনাতে রিফাআ বিন আব্দিল মুনযেরের বাড়িতে গিয়ে উঠেন। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১০)

ইবনে ইসহাক বলেন, ওহুদের যুদ্ধের পর আযল ও কারা গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! আমাদের মাঝে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে, আপনি আমাদের সাথে নিজ সাহাবীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে প্রেরণ করুন যেন তারা আমাদের জাতিকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয় এবং কুরআন পড়ায়। মহানবী (সা.) হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.)-এর নেতৃত্বে ছয়জন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা ধর্ম শেখার জন্য নিয়ে গিয়েছিল তারা এদেরকে ধোঁকা দিয়ে শহীদ করেছিল।

(আস সীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৯১-৫৯২)

এরপর রয়েছে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-এর স্মৃতিচারণ। তাঁর ডাকনাম আবু ইয়াকযান ছিল। তাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তকের আলোকে লিখেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ (সা.) আম্মার নামের এক ক্রীতদাসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এবং চোখ মুছছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আম্মার! কী ব্যাপার? আম্মার বলেন, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! খুবই খারাপ। তারা, অর্থাৎ শত্রুরা আমাকে অনবরত মেরেছে এবং কষ্ট দিয়েছে আর ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ে নি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার মুখ থেকে আপনার বিরুদ্ধে এবং দেবতাদের পক্ষে কিছু কথা বের করে নিয়েছে। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু ওই সময় তুমি নিজ অন্তরে কী অনুভব করতে? আম্মার বলেন, হৃদয়ে এক অটল ঈমান অনুভব করতাম। যদিও মুখে আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলে দিয়েছি কিন্তু আমার হৃদয়ে ঈমান ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হৃদয় যদি ঈমানে পূর্ণ থাকে তাহলে খোদা তা'লা তোমার দুর্বলতা ক্ষমা করে দিবেন। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ১৯৫)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-এর হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে হাবশার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় হিজরতে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৯)

হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালের নৈরাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফা সানী (রা.) বলেন, এই নৈরাজ্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে আর সাহাবীরাও (রা.) এমন চিঠিপত্র পেতে থাকেন যাতে গভর্নরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের উল্লেখ থাকতো, তখন তারা সম্মিলিতভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আপনি কি জানেন না যে, (মদিনার) বাহিরে কী হচ্ছে? তিনি বলেন, আমার কাছে যেসব রিপোর্ট আসে তা তো ভালো চিত্রই তুলে ধরে। সাহাবীরা (রা.) উত্তরে বলেন, আমাদের কাছে বাইরে থেকে অমুক অমুক বিষয়সংবলিত চিঠিপত্র আসে, এর তদন্ত হওয়া উচিত। হযরত উসমান (রা.) তখন তাদের কাছে পরামর্শ চান যে, কীভাবে তদন্ত করা যায়? তাদের পরামর্শ অনুসারে উসামা বিন যায়েদকে বসরায়, মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে কুফায়, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কে সিরিয়ায় এবং আম্মার বিন ইয়াসেরকে তিনি মিশরে প্রেরণ করেন। যাতে করে তারা সেখানকার অবস্থা তদন্ত করে রিপোর্ট করেন যে, আসলেই কি আমীররা প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে এবং জনগণের অধিকার হরণ করে? আর এই চারজন ছাড়াও আরো কিছু লোককে তিনি বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন যেন (তারা তাঁকে) সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন।

(তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৪৩, বৈরূত থেকে প্রকাশিত)

তারা যান এবং তদন্ত শেষে সবাই ফিরে এসে যে রিপোর্ট দেন তা হলো, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে এবং মুসলমানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছে। এছাড়া তাদের প্রাপ্য অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করে না আর শাসকেরা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে। কিন্তু আম্মার বিন ইয়াসের বিলম্ব করেন এবং তার পক্ষ থেকে কোনরূপ সংবাদ আসে নি। ... তার পক্ষ থেকে সংবাদ আসতে এত বেশি বিলম্ব হয় যে, এর ফলে মদিনাবাসী মনে করে, তিনি হয়ত মারা গিয়ে থাকবেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, তিনি তার সরলতাবশত ও রাজনীতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় সেই নৈরাজ্যবাদীদের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন যারা আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা-র শিষ্য ছিল। মিশরে যেহেতু স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা উপস্থিত ছিল আর সে এ বিষয়ে অসতর্ক ছিল না যে, এই তদন্তকারী প্রতিনিধি দল যদি গোটা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকার সিদ্ধান্ত প্রদান করে তাহলে সকল মানুষ আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে। এই প্র তিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত এমন আকস্মিকভাবে হয়েছিল যে, অন্যান্য অঞ্চলে সে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে নি। কিন্তু মিশরে ব্যবস্থা করা তার জন্য সহজ ছিল। আম্মার বিন ইয়াসের মিশরে প্রবেশ করতেই সে তাকে স্বাগত জানায় এবং মিশরের গভর্নরের দুর্নাম ও অত্যাচারের কথা বর্ণনা করতে আরম্ভ করে। তিনি তার জাদুকরী কথার প্রভাব থেকে (নিজেকে) রক্ষা করতে পারেন নি। (সে এমনভাবে কথা বলেছে যে, তাঁর ওপর তার কথার জাদু কার্যকরী সাব্যস্ত হয়। সে একজন সুবক্তা ছিল।) একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা তো দূরের কথা তিনি মিশরের শাসকের নিকট যানই নি আর সাধারণ তদন্তও করেন নি। বরং এই নৈরাজ্যবাদী দলের সাথেই তিনি চলে যান এবং তাদের সাথে মিলে আপত্তি করতে আরম্ভ করেন।

সাহাবীদের মধ্যে থেকে কাউকে যদি নিশ্চিতভাবে সেই নৈরাজ্যকারী দলের ফাঁদে পা দিতে দেখা যায় তবে তিনি হলেন একমাত্র আম্মার বিন ইয়াসের। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রসিদ্ধ সাহাবী একাজে অংশগ্রহণ করেন নি আর যদি কারো সম্পৃক্ততার কথা বলাও হয়ে থাকে তাহলে তা অন্য রেওয়ায়েত দ্বারা খণ্ডনও হয়ে গেছে। আম্মার বিন ইয়াসেরের তাদের প্রতারণার শিকারে পরিণত হওয়ার বিশেষ একটি রয়েছে, [এমনটি নয় যে, নাউযুবিল্লাহ্! তাঁর মাঝে কোনো কপটতা ছিল, বরং একটি কারণ ছিল আর তা হলো] মিশরে পৌঁছামাত্রই তার সাথে একদল বাহ্যত বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত বাকপটু লোকের সাক্ষাৎ হয় যারা তার নিকট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মিশরের শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আরম্ভ করে। ঘটনাচক্রে মিশরের শাসক এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি কোনো এক সময় মহানবী (সা.)-এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন এবং তার সম্পর্কে তিনি (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কাবা শরীফে পাওয়া গেলেও তাকে যেন হত্যা করা হয়। যদিও তিনি (সা.) পরবর্তীতে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তথাপি তার প্রাথমিক যুগের বিরোধিতার বিষয়টি কতক সাহাবীর হৃদয়ে তখনও সজীব ছিল, যাদের মাঝে আম্মারও ছিলেন। সুতরাং এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা শুনে আম্মার খুব দ্রুত প্রভাবিত হয়ে যান এবং তার প্রতি যেসব আপত্তি আরোপ করা হয়েছিল তা সঠিক মনে করেন আর (তাঁর) এই প্রকৃতিগত অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে সাবায়ী, অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার সাথিরা তার (অর্থাৎ মিশরের শাসকের) বিরুদ্ধে এসব কথার প্রতি বিশেষ জোর দিত।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮০-২৮১ এবং ২৮৩-২৮৪)

তাদের সাথে তিনিও যুক্ত হয়ে যান। কিন্তু একথাও লেখা আছে যে, সিফফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) লোকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির প্রতি যারা ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে না তারা কোথায়? একথা বলার পর একদল লোক তার পাশে এসে একত্র হয়। হযরত আম্মার (রা.) তাদের সম্বোধন করে বলেন, হে লোকসকল! আমাদের সাথে তোমরা তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো যারা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর হত্যার বিচার দাবি করছে আর তারা মনে করে, হযরত উসমান (রা.) নির্যাতিত হয়ে নিহত হয়েছেন! আল্লাহর কসম! হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার তাদের উদ্দেশ্য নয় বরং তারা জাগতিকতার স্বাদগ্রহণ করেছে। এপর্যায়ে এসে তিনি (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, নৈরাজ্যবাদিরা কী পরিমাণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এছাড়া তিনি আরো বলেন, তারা একে, অর্থাৎ জাগতিকতাকেই ভালোবাসে আর এর পেছনেই তারা ছুটছে। তারা জেনে গেছে, তাদের বিষয়ে সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাই এই সত্য তাদের ও তাদের জাগতিক বিষয়াদির মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে আর ইসলামে অন্যদের ওপর এরা কোনো শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না যার ভিত্তিতে এরা মুসলমানদের আনুগত্য ও নেতৃত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে। এরা আমীর নিযুক্ত হওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই রাখে না বরং এরা কেবল নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এরা তাদের অনুসারীদের একথা বলে প্রতারিত করেছে যে, আমাদের ইমামকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে যেন এরা নিজেরা অত্যাচারী শাসক হতে পারে আর এটি এমন একটি চক্রান্ত যার মাধ্যমে এরা এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যা তোমরা দেখছ। এরা যদি হযরত উসমান (রা.)-এর কিসাসের দাবি উত্থাপন না করত তাহলে লোকদের মধ্য থেকে দু জনও তাদের অনুসরণ করত না।

পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাদের সাহায্য কর যেভাবে তুমি অনেকবার সাহায্য করেছ, কিন্তুতুমি যদি তাদের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সফলতা দান কর তবে তাদের জন্য তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত রাখো, কেননা তোমার বান্দাদের মাঝে তারা নতুন কথার প্রচলন করেছে। (তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৯৮)

মুহাম্মদ বিন আমর প্রমুখ থেকে বর্ণিত, সিফফীনের যুদ্ধে চরম যুদ্ধ হচ্ছিল আর উভয় দলই ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। মুয়াবিয়া বলেন, এটি সে দিন যখন পুরো আরব ধ্বংস হয়ে যাবে তবে এই ক্রীতদাস তথা আম্মার বিন ইয়াসেরের দুর্বলতা পেয়ে বসলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ হযরত আম্মারকে শহীদ করা হলে। তিন দিন ও রাত্রি চরম যুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিন চলাকালীন সময় পতাকা বহনকারী হাশেম বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাসকে হযরত আম্মার বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত আমাকে তুমি সাথে নিয়ে চলো। হাশেম বলেন, হে আম্মার! আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন। আপনি এমন ব্যক্তি যুদ্ধে যাকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা হয়। আমি তো আকাঙ্ক্ষায় পতাকা নিয়ে যাব যেন এর মাধ্যমে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। আমি দুর্বলতা প্রদর্শন করলেও মৃত্যু থেকে নিরাপদ নই। তিনি তার বাহনে আরোহন করা পর্যন্ত তারা একত্রেই ছিলেন। নিজের সাথে তাকে তার বাহনে উঠিয়ে নেন। অতঃপর হযরত আম্মার নিজ সৈন্যবাহিনীতে দাঁড়ান। যুলকালা তার নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়। এরা দুজন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হয়। উভয় সৈন্যবাহিনীই ধ্বংস হয়ে যায়।

হাওয়াই সাকী ও আবু গাদিয়া মুযনী হযরত আম্মারের ওপর আক্রমণ করে আর এরা দুজন তাকে শহীদ করে।

আবুল গাদিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে কীভাবে হত্যা করেছে? উত্তরে সে বলে, তিনি যখন নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাদের নিকটবর্তী হন এবং আমরা তার নিকটবর্তী হই, তখন তিনি হাঁক দিয়ে বলেন, সম্মুখ যুদ্ধ করার মত কেউ আছে কি? ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম হচ্ছে সিকাসেক। সে গোত্র থেকে এক ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়। তারা দুজন পরস্পরের ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। অতঃপর হযরত আম্মার সাকসাকীকে হত্যা করেন। এরপর তিনি পুনরায় সম্মুখ যু দ্ধের আহ্বান জানান, এখন কে মুখোমুখি হতে আগ্রহী? ইয়েমেনের আরেকটি গোত্রের নাম হিমিয়ার। সে গোত্র থেকেও একজন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়। দুজনই পরস্পরের ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। আম্মার হিমিয়ারি কে হত্যা করেন। হিময়ারি তাকে আহত করে দিয়েছিল। এরপর তিনি আবারোও আহ্বান জানান, আর কে সম্মুখ যুদ্ধে আগ্রহী? আমি তার দিকে এগিয়ে যাই, [ক্রীতদাস একথাবলছে,] আমরা পরস্পরকে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করি। তার হাত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আমি তার ওপর সজোরে দ্বিতীয় আক্রমণ করি যার ফলে তিনি পড়ে যান। এরপর আমি তাকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করি যে, তিনি নিস্তব্ধ হয়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আম্মারকে যখন শহীদ করা হয় তখন হযরত আলী(রা.) বলেন, মুসলমানদের মাঝে যে ব্যক্তি হযরত আম্মারের শাহাদাতকে অস্বাভাবিক জ্ঞান করে না এবং এ ঘটনায় ব্যথিত হয় না; সে নিঃসন্দেহে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত।

আম্মারের প্রতি আল্লাহর কৃপা বর্ষণ করুন, যেদিন থেকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ আম্মারের প্রতি রহম করুন, যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-

শেষাংশ শেষের পাতায়.....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)**

মালেয়েশিয়ায় যে ছয় বছর কঠিন সময় কাটিয়েছি তা বর্ণনাতীত। কিন্তু আজ হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে সমস্ত দুঃখ কষ্ট দুর হয়ে গেছে আর হৃদয় প্রশান্তি লাভ করেছে। আজ আমি ভীষণ আনন্দিত। হুযুর আমার সামনে ছিলেন, আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে এলাম। আজ আমি ভীষণ শান্তি অনুভব করছি।

খুদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় কর্মসমিতির সঙ্গে বৈঠক।

হুযুর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে বৈঠকের সূচনা করেন।

সর্বপ্রথম নায়েব সদর মজলিস নিজের পরিচয় দেন। এরপর হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর দায়িত্ব হল রিজিওনাল কায়েদ, তালিম, আতফাল এবং অর্থসংক্রান্ত বিভাগের দেখাশোনা করা। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিভাগের রিপোর্টের নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মুহতামিম বিশ্লেষণ করেন।

এরপর নায়েব সদর এবং মুহতামিম খিদমতে খালক বলেন,'আমরা এবছর দুই লক্ষ দশ হাজার ডলার তানজেনিয়ার হাসপাতালের জন্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও আরও ত্রিশ হাজার ডলার একত্রিত করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্যও কি আপনারা অর্থ দিয়েছিলেন? মুহতামিম সাহেব এর উত্তরে বলেন, পঁচিশ হাজার ডলার পাকিস্তানী দূতাবাসে দেওয়া হয়েছে।

হুযুর জানতে চান যে, আপনারা কি এখানে কোনও চ্যারিটি অথবা আফ্রিকায় প্রকল্পের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছেন?

মুহতামিম সাহেব বলেন, আফ্রিকার কোনও প্রকল্পের জন্য প্রত্যক্ষভাবে চাঁদা সংগ্রহ করছি না, তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দশ হাজার ডলার একত্রিত করেছিলাম আর আমাদের ন্যাশনাল ইজতেমার সময় পঞ্চাশ হাজার সদস্যদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান , তারা কি আফ্রিকার কোনও আদর্শগ্রাম প্রকল্পে অর্থায়ন করছে? মুহতামিম সাহেব উত্তর দেন, 'আমরা প্রত্যক্ষভাবে কোনও আদর্শগ্রাম প্রকল্পে অর্থায়ন করছি না, তবে ভবিষ্যতে করার পরিকল্পনা রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, একটি আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে আনুমানিক ৭৫ হাজার ডলার খরচ হয়। আদর্শগ্রাম প্রকল্পে আপনাদের অর্থায়ন করা উচিত।

এরপর মুহতামিম মাল নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এবছর খুদ্দামুল আহমদীয়ার সর্বমোট বাজেট হল ৮লক্ষ ২৫হাজার ডলার। উপার্জনশীল খুদ্দামদের সংখ্যা হল ২হাজার ১৩০ জন,যা খুদ্দামদের মোট সংখ্যার ৫২ শতাংশ। তবে ৮০৫জন খুদ্দাম আমাদের বাজেটের ৪৮ শতাংশ চাঁদা করেছেন। এছাড়া ৯৫২জন ছাত্র রয়েছেন যারা মাথাপিছু ৫ডলার হারে চাঁদা দেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি সমস্ত খুদ্দাম তাদের আয় অনুপাতে চাঁদা দেয় তবে আপনাদের বাজেট ১৫ লক্ষ ডলার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।

মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ॥

হুযুর আনোয়ার (আই.) মুহতামিম তরবীয়তের কাছে নওমোবাঈনদের বিষয়ে জানতে চান যে, তারা বিবাহ সূত্রে আহমদী হয়েছেন নাকি বই-পুস্তক পড়ে? মুহতামিম সাহেব বলেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনও আছেন যারা বিয়ের কারণে আহমী হয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চাইলে মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা নওমোবাইনদের জন্য বাৎসরিক ইজতেমার আয়োজন করে থাকি আর তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বছরে এক বা দুইবার ইজতেমা করে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। কেবল দুটি ইজতেমা দিয়ে তাদের তরবীয়ত করা সম্ভব নয়, হলেও তা সঠিক অর্থে হবে না। তাদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সব নবাগত আহমদীদের মুসলিম পৃষ্ঠভূমি নেই, তাদের অনুবাদ সহ সূরা ফাতিহা জানা উচিত।

এরপর মুহতামিম ওয়াকারে আমল-এর কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, তিনি বছরে কতগুলি সাফাই অভিযান পরিচালনা করেন। মুহতামিম সাহেব উত্তর দেন, জাতীয় স্তরে জলসা সালানা এবং ন্যাশনাল ইজতেমার সময় সাফাই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া স্থানীয় স্তরে বহুবার সাফাই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মুহতামিম সাহেব আরও বলেন, এ বছর যেহেতু কোভিড বিলুপ্ত হচ্ছে, তাই আমরা মসজিদগুলিতে ধুয়ে পরিস্কার করেছি। মসজিদের ভিতরেও পরিস্কার করেছি আর বাইরে থেকেও মসজিদগুলিকে ধুয়েছি।

এরপর মুহতামিম সেহত ও জিসমানী নিজের পরিচয় দান করেন। হুযুর জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখানে জাতীয় স্তরে বাস্কেট বল বহুল জনপ্রিয় একটি খেলা। এছাড়াও ভলিবলও খেলা হয়।

মুহতামিম সানাআত ও তিজারত নিজের বিভাগের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে আমরা দুটি বিষয় নিয়ে কাজ করছি। প্রথমত, কলেজ ছাত্রদেরকে ইন্টার্নশিপ-এর মাধ্যমে কাজের সন্ধান দিতে সহায়তা করছি। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত চাকুরীজীবিদের বেতন কম পাচ্ছেন, তাদেরকে নিজস্ব ব্যবসার মাধ্যমে সহায়তা করছি।

এরপর মুহতামিম ইশাআত হুযুর আনোয়ারকে বলেন, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মুজাহিদ' যথারীতি প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও এবছর 'আন্ডারস্টান্ডিং সালাত' শিরোনামে একটিট বই প্রস্তুতের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৭টি।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, পত্রিকায় নিয়মিত যারা লেখালেখি করেন, তাদের সংখ্যা কত। মুহতামিম সাহেব বলেন, তাদের সংখ্যা দশ জনের কম।

হুযুর বলেন, চার হাজার খুদ্দামদের মধ্যে কেবল দশজন লেখালেখি করেন? আপনাকে আরও বেশি লেখক খুজতে হবে। আমার মতে, আপনার কাছে কার্যক্ষমতা রয়েছে।

মুহতামিম সাহেব তাজনীদ নিজের পরিচয় দানের পর বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে খুদ্দাম ও আতফালদের সম্মিলিত সংখ্যা ৫হাজার ৪৪৮জন, যাদের মধ্যে ৪০৮২ জন খুদ্দাম এবং ১৩৬৬জন আতফাল। ১১টি অঞ্চলে মোট ৫৭টি মজলিস রয়েছে।

তিনি বলেন, স্থানীয় মজলিসগুলি নিজেদের তাজনীদের বিষয়ে আমাদেরকে রিপোর্ট পাঠায় আর আমরা সেই অনুসারে আপডেট করে থাকি। আমাদের কাছে নিজস্ব তথ্য রয়েছে। জামাতের সঙ্গেও আমরা সেটিকে চেক করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাতের তথ্যের উপর আপনাদের নির্ভরশীল হলে চলবে না, আপনাদের নিজস্ব তথ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনাদের উচিত জামাতকে তথ্য সরবরাহ করা।

মুহতামিম আমুরে তোলাবা হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাদের নথি অনুসারে ছাত্রদের মোট সংখ্যা ১৯৫২জন, যাদের মধ্যে ৬০৭জন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যায়নরত। হাইস্কুলে পাঠরত ছাত্রদের সংখ্যা ৯১২জন। স্নাতকদের সংখ্যা ৩৭০জন।

তিনি বলেন, এবছর তারা মোট ৮টি সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেমিনারগুলি বিভিন্ন বিষয়ের উপর হয়েছিল। যেমন, কিভাবে উন্নতমানের মেডিক্যাল স্কুল বা ল' স্কুলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে A.C.Tএবং C.A.T পরীক্ষার বিষয় নিয়েও সেমিনার আয়োজিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা ইসলামের ইতিহাস কিম্বা ইসলামী শিক্ষার পরিচয়ের মত বিষয়ও নির্বাচন করতে পারেন। অনুরূপভাবে সমাজ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের বিষয়ের নির্বাচন করে সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে আহমদীরা ছাড়া অন্যান্য ছাত্রদেরও আমন্ত্রিত করা পারে। এতে অ-আহমদী বুদ্ধিজীবি ও প্রফেসরদেরকেও বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত করা যেতে পারে।

এরপর মুহতামিম মাকামী হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, স্থানীয় এলাকায় ৩৪৪ জন খুদ্দাম রয়েছে আর এই অঞ্চলের পরিধি ৩৫ মাইল।

এরপর মুহতামিম আমুমী নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, জুমআর নামাযের সময় খুদ্দামরা নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকে। বর্তমানে খুদ্দামরাই নিরাপত্তারক্ষার দায়িত্বে রয়েছে।

এরপর এডিশিনাল মুহতামিম তরবীয়ত (রিশতা নাতা) নিজের পরিচয় দান করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, এই বিভাগটি নতুন গঠিত হয়েছে? সদর সাহেব বলেন, গত বছর এর গঠন হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা এবছর ইজতেমার সময় রিশতা নাতা বিষয়ের উপর আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করেছিলাম। এছাড়া কাউন্সিল ও বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা জামাতীয় স্তরেই হয়ে থাকে। তবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সমধিক খুদ্দাম রিশতা নাতা-র তথ্যভাণ্ডারে নিজেদের নথিভুক্ত করে।

এরপর হিসেব রক্ষক, সহায়ক সদর এবং আঞ্চলিক কায়েদগণ নিজেদের পরিচয় দান করেন। সহায়ক সদর সাহেব বলেন, আমাকে সদর সাহেব ইজতেমা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য জায়গা কেনার দায়িত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এই মুহূর্তে ৪৮ একর একটি জমি কেনার কথাবার্তা বার্তা চলছে যার মূল্য প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ডলার। এর মধ্যে ১২ একর জমি বাণিজ্যিক এবং বাকি ৬৮

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

একর আবাসিক। সেখানে ইজতেমার আয়োজন করার অনুমতি থাকবে।

এরপর সহায়ক সদর সাহেব হুযুরকে বলেন, তাঁর উপর ম্যানেজমেন্ট ইভেন্টের দায়িত্ব রয়েছে। যে সমস্ত ইভেন্ট জাতীয় স্তরে আয়োজিত হয়, যেমন- ইজতেমা, শুরা ইত্যাদি, সেই সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করার দায়িত্ব তাঁর। এছাড়াও সারাই খিদমতে দেখাশোনা করাও তাঁর দায়িত্ব।

এরপর মুহতামিম তবলীগ নিজের পরিচয় দান করেন। হুযূরকে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। প্রথমটি হল, সেই সব খুদ্দামদের তবলীগের কাজে লাগানো যারা তবলীগে অভ্যস্ত নয়, তাদেরকে ফ্লাইয়ার্স ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিতরণের কাজে লাগানো। দ্বিতীয়টি হল, দায়ি ইলাল্লাহদেরকে একথা বলা যে, তারা যেন নিজেদের পরিচিত গণ্ডির মানুষদের মসজিদে নিয়ে আসে।

হুযুর জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, গত বছর আমরা ১৩ হাজার ৬২৯টি ফ্লাইয়ার্স বিতরণ করেছিলাম। হুযুর আনোয়ার বলেন, সারা বছর মাত্র ১৩ হাজার ফ্লাইয়ার্স বিতরণ করা হয়েছে। আপনাদের খুদ্দামদের সংখ্যা ৪ হাজার। এই হিসেবে খাদিম পিছু ৩ করে ফ্লাইয়ার্স বিতরণ করা হয়েছে। অন্তত খাদিম পিছু ১০টি করে ফ্লাইয়ার্স বিতরণ করা উচিত। এরফলে বছরে অন্তত ৪০ হাজার ফ্লাইয়ার্স বিতরিত হবে।

মুহতামিম সাহেব বলেন, গত বছর খুদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বয়আতের সংখ্যা ছিল ২২টি। বয়আত গ্রহণকারীদের বয়স ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিন্তু তাদেরকে খুদ্দামরাই তবলীগ করেছে।

এরপর মুহতামিম তরবীয়ত হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন: কোভিড বিধিনিষেধ শিথিল হচ্ছে, তাই আমরা বা-জামাত নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের ন্যাশনাল কর্মসমিতিতে ৩৭জন সদস্য রয়েছেন। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সদস্যরাও রয়েছেন। যদি প্রত্যেক স্তরে সমিতির সদস্যরাই নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে, তবে নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। তাই সর্বপ্রথম সমিতির সদস্যদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: গত বছর আপনারা কি কি অর্জন করেছেন?

মুহতামিম সাহেব বলেন, সমীক্ষা অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আমরা খিলাফতের হেফাজত এবং খিলাফতের আশিসসমূহের বিষয়ে ওয়েবিনার করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সর্বপ্রধান জিনিস হল নামায। এর উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। খুদ্দামরা যদি কাজের কারণে যোহর ও আসরে আসতে না পারে, তবে ফজর , মগরিব ও এশায় বা-জামাত নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। এরপর রয়েছে কুরআন করীমের তিলাওয়াতের বিষয়টি। প্রত্যহ কুরআন করীম তিলাওয়াত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমেলা সদস্যদের প্রত্যেকের নিয়মিত তিলাওয়াত করা উচিত। সেই সঙ্গে এর অনুবাদও পড়ুন ও শিখুন। অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি পরে আসে।

এরপর মুহতামিম তালিম সাহেব হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'গত বছর অধ্যয়নের জন্য যে সব বই রাখা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে একটি বরকাতুদ দোয়া। আলহামদোলিল্লাহ্ সমস্ত আমেলা সদস্য বই অধ্যায়ন করেছে। এছাড়া আরও ২১৪জন খুদ্দাম বইটি পড়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ৪০০০ খুদ্দামদের মধ্যে ২১৪জনের অর্থ মাত্রা অর্ধ শতাংশ খুদ্দাম বইটি পড়েছে। এই সংখ্যা কমপক্ষে ২০ শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এরপর মুহতামিম আতফাল হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, 'বর্তমানে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল পুনরায় যথরীতি আতফালদের ক্লাস চালু করা। চেষ্টা করা হচ্ছে প্রত্যেক মজলিসে যেন অন্তত সপ্তাহে একবার আতফালদের ক্লাস আরম্ভ হয় বা সপ্তাহে দুইবারও হতে পারে। এই সব ক্লাসে ৭৮শতাংশ আতফাল অংশগ্রহণ করছে। অনুরূপভাবে আমরা আঞ্চলিক এবং স্থানীয় আতফাফদের ইজতেমার আয়োজন করেছি।

এরপর মুতামিদ সাহেব বলেন, গড়ে ৫৭ টি মজলিসের মধ্যে ৫১টি মজলিস থেকে নিয়মিত রিপোর্ট আসে। বিভাগের পক্ষ থেকে কেবল মুতামিদের রিপোর্টের ফিডব্যাক পাঠানো হয়ে থাকে । এছাড়া অন্যান্য কিছু মুহতামিম নিজের নিজের বিভাগের রিপোর্টের ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন এবং কিছু মুহতামিম দেয় না।

এরপর সহায়ক সদর (ওসীয়্যত) নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, এবছর ১১৯টি ওসীয়্যত হয়েছে।আর এখন মোট মূসীর সংখ্যাক ১১৯টি।হুযুর আনোয়ার বলেন, যে সব খুদ্দামরা উপার্জন করে, চেষ্টা করুন তারাও যেন ওসীয়্যত করে।

সহায়ক সদর (আইটি) নিজের রিপোর্ট উপস্থপন করে বলেন- আইটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খুদ্দামুল আহমদীয়ার উপর ন্যস্ত রয়েছে।

এরপ মজলিসে আনসার সুলতানুল কলম-এর চেয়্যারম্যান হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন- গত বছর আমাদের কাছে ২৪জন লেখক ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আরও লেখকের সন্ধান করুন। লেখকদের বলুন, তারা যেন খুদ্দমুল আহমদীয়ার পত্রিকাতেও প্রবন্ধ লেখে।

১ অক্টোবর ২০২২

ইলিনয়ের যায়ন শহরে ফাতহে আযীম(সুমহান বিজয়) মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল ভাষণ প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বপ্রধান খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) । এর এক দিন আগে জুমুআর খুতবার মাধ্যমে হুযুর আনুষ্ঠানিকভাবে এই মসজিদটির উদ্বোধন করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় অধিবাসীসহ ১৪০ জনের অধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল ভাষণ, যেখানে তিনি যায়ন শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন আলেকজান্ডার ডোই সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

হুযুর আকদাস উল্লেখ করেন, শতবর্ষের অধিককাল পূর্বে ডোই-এর ইসলামের প্রতি ঘৃণার মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যুত্তর "চরম উস্কানি ও বৈরিতার মুখে সংযমের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত" ছিল।তাঁর পুরো ভাষণ জুড়ে হুযুর আকদাস সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতার সাধারণ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মিশন তুলে ধরে হুযুর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণের জন্য এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন মুসলমানগণ ইসলামের আধ্যাত্মিক শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বাণী তুলে ধরতে গিয়ে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) দাবি করেন যে, মূসায়ী মসীহ্ হযরত ঈসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচার করবেন। তাই নবী

১ম পাতার পর...

এই সূক্ষ্ম উপমায় বলা হয়েছে যে, তোমার হা যেন সর্বক্ষণ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে।

এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সাধারণত পিতামাতার তেমন সেবা করতে পারে না, যেমন সেবা পিতামাতা শৈশবে তাদের করেছিলেন। এই জন্যই বলা হয়েছে, সব সময় দোয়া করতে থাক যে, হে খোদা! তুমি তাদের উপর দয়া কর, যাতে তাদের কর্মের যে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেছে তা দূর হয়। 'কাফ'-এর অর্থ উপমা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।এই অর্থের নিরিখে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বার্ধক্যকালে পিতামাতার সেই রকম সেবার প্রয়োজন হয় যেমনটি শৈশবে হয়ে থাকে।

পিতামাতার জন্য এই দোয়া শেখানোর কারণ,যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে থাকবে সে নিজেও নিজের কর্তব্যের প্রতি মনোযোগী থাকবে।

অর্থাৎ যে সদিচ্ছার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে তা যদি হৃদয়ে সৃষ্টি হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লাও তার দোষত্রুটিকে আড়াল করে দেন। অর্থাৎ তার কর্মের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা থেকে যায় আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেন। এই আয়াতের বিষয়টি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, পিতামাতার সেবা করার সুযোগ পেয়েও যার পাপ ক্ষমা করা হয় না তার উপর অভিসম্পাত। কেননা, এই আয়াতের বিষয়বস্তু এটিই যে, যে-ব্যক্তি পুণ্যবান হবে অর্থাৎ উপরোক্ত নির্দেশ পালনকারী হবে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করবেন।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩২২, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

ঈসার মত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) মানবজাতির জন্য সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন। তার প্রতিটি কথা এবং কর্মের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে সকলের মাঝে সৌহার্দ্য সৃষ্টির এক প্রেরণা লালন করা। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে স্মরণ করিয়েছেন যে, 'ইসলাম' শব্দটির অর্থই 'শান্তি ও নিরাপত্তা'। আর তাঁর আগমনের পর ইসলাম নিজ আধ্যাত্মিক উৎসমূলে প্রত্যাবর্তন করবে এবং একদিন বিশ্বজুড়ে ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।"

হুযূর আকদাস আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগে (মুসলমানগণ) যেসকল যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, তার সবগুলোই ছিল প্রতিরক্ষামূলক; আর কখনও একটিবারের জন্যও মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করা হয় নি; কিংবা কারও ওপর কোনো প্রকারের নিষ্ঠুরতা বা অবিচারও করা হয় নি। বরং (হুযূর আকদাস বলেন) যে যুদ্ধেই তারা অংশ নিয়েছেন, তা ছিল সকল ধরনের অমানবিকতা এবং নির্যাতন বন্ধ করার জন্য।"

এরই আলোকে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিপূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি একেবারে স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, কোনো ভূমির ওপর বিজয় লাভ করা, কোনো এলাকা দখল করা, কোনো শহরের ওপর বিজয়ী হওয়া বা কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য নয়। আর সেই সকল দেশে যেখানে আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের বিশ্বাস বহুল সংখ্যায় মানুষ গ্রহণ করেছে, সেখানেও আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বা পার্থিব প্রভাব বিস্তারের কোনো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি নি। আমাদের একমাত্র মিশন এবং আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হল, ভালবাসার মাধ্যমে মানবজাতির হৃদয় জয় করা এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করা যেন তারা তাঁর প্রকৃত উপাসনাকারীতে পরিণত হয় এবং একে অপরের অধিকার রক্ষা করে।"

রাজনৈতিক বা জাগতিক কোনো মর্যাদা লাভ করা যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তা সুনিশ্চিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর (আ.) লেখা থেকে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

মসীহ্ মাওউদ (আ) লিখেন:

"কোনো দেশের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার দেশ তো সবার চেয়ে পৃথক। কোনো মুকুটের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার মুকুটতো আমার প্রিয়তম (খোদার) সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "জাগতিক বা পার্থিব ক্ষমতার প্রতি এই যে পরিপূর্ণ বিমুখতা- এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সূচনালগ্ন থেকেই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা কেবল ইসলামের ভালবাসা ও শান্তির বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব; যেমনটি আমরা গত ১৩০ বছর ধরে করে আসছি। কোনো ব্যক্তি বা কোনো ধর্মের সাথে আমাদের কোনো প্রকারের ক্ষোভ, বিবাদ বা শত্রুতা নেই। যারা খোদা তা'লার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় বা তাঁর ধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তাদের জন্য আমাদের প্রত্যুত্তর কখনও এটা হবে না যে, আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেব বা কোনো ধরনের সহিংসতার আশ্রয় নিব। বরং এর বিপরীতে আমাদের একমাত্র উত্তর হল, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সামনে পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে নত হব। আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল দোয়া, আর আমরা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শুনে থাকেন। বস্তুত আমাদের জামা'তের ১৩৩ বছরের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।"

ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের নতুন সম্রাট রাজা চার্লস 'ধর্মের রক্ষক' (Defender of the Faith)-এর পরিবর্তে 'সকল ধর্মের রক্ষক' (Defender of all Faiths)হিসেবে পরিচিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা অতীতে ব্যক্ত করেছেন তার প্রশংসা করেন।

রাজা চার্লস-এর শব্দচয়নের এই পরিবর্তনকে কার্যত 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা'আখ্যায়িত করে এর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে গণমাধ্যমে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদিও ধর্মীয় সৌহার্দ্যকে লালন করার এমন প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ 'বৃথা' অথবা 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা'আখ্যায়িত করতে পারেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সকল ধর্মের সুরক্ষা এবং প্রকৃত অর্থেই ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাঝেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা নিহিত রয়েছে।"

বিশ্ব-শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলাম যে গুরুত্ব আরোপ করে সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাজ্জ-এর ৪১-৪২ আয়াতে একটি "অসাধারণ ও কালজয়ী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যা সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে বলেন:

"পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা করে বলে, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অবিচার পরিচালনা করা হচ্ছে তার শক্তিশালী জবাব না দেওয়া হয়, তবে কোনো গির্জা, ইহুদি উপাসনালয়, মন্দির, মসজিদ বা অন্যান্য উপাসনালয় নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং পবিত্র কুরআন সেই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা কেবলমাত্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারী মানুষের পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাই প্রদান করে না, বরং আরও অগ্রসর হয়ে মসজিদে ইবাদতকারী মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করে। এটা সেই ঐশী গ্রন্থ যা সকল ধর্ম, বিশ্বাস এবং মত ও পথের নিরাপত্তা প্রদানকারী ও রক্ষক।"

হুযূর আকদাস আরও অগ্রসর হয়ে যায়ন সিটির বিষয়ে আলোচনা করেন যে, কীভাবে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন আলেকজান্ডার ডোই ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন। ইসলাম এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) সরাসরি তার উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস বলেন, কোনো কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও মি. ডোই-এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা কেন ব্যবহার করলেন?

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ) একটিবারের জন্যও কোনো প্রকারের সহিংস কিংবা চরমপন্থী প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানান নি। বস্তুত যখন তিনি প্রথমবারের মতো ইসলাম এবং এর প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর বিরুদ্ধে মি. ডোই-এর বিষাক্ত উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হন তখন প্রথমে তিনি তার সাথে সম্মানজনকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে তাকে সংযত হতে এবং মুসলমানদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।"

কিন্তু মি. ডোই মুসলমানদের প্রতি তার তীব্র কটূক্তি জারি রাখেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য (খোদার কাছে) প্রার্থনা করেন।

হুযূর আকদাস মি. ডোই-কে উদ্ধৃত করেন, যেখানে তিনি বলেন:

"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ইসলাম যেন এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হে ঈশ্বর! আমার প্রার্থনা কবুল কর, হে ঈশ্বর! ইসলামকে ধ্বংস কর।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "তিনি [ডোই] লিখেন যে, যদি মুসলমানগণ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন না করে, তবে তারা মৃত্যু এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। এরূপ কট্টর ভাষা এবং কটূক্তির প্রত্যুত্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, হাজার হাজার এমনকি লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষের যেন ক্ষতি না হয়, যা মি. ডোই-এর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ হলে সংঘটিত হতো। সুতরাং তিনি মি. ডোই-কে দোয়ার এক লড়াইয়ের দিকে আহ্বান করলেন। তিনি (আ.) বললেন, মৃত্যু এবং ধ্বংসের আহ্বান জানানোর পরিবর্তে, তিনি এবং মি. ডোই যেন নিবেদিত চিত্তে দোয়ায় নিমগ্ন হন এবং খোদা তা'লার কাছে এই প্রার্থনা করেন যে, তাদের দু'জনের মধ্যে যিনি মিথ্যাবাদী, তিনি যেন অপর পক্ষের জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সহানুভূতির একটি আচরণ এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে প্রশমিত করার এক মাধ্যম। মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বশক্তি নিয়ে মুখোমুখি সংঘাতের ঝুঁকি এড়িয়ে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এই দাবি করেছিলেন যে, তিনি এবং মি. ডোই-এর উচিৎ হবে দোয়াতে মনোনিবেশ করা। (ক্রমশ..)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-8 Thursday, 2 March, 2023 Issue No.9

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ ও আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানে সেবাদানে ইচ্ছুক প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের শর্তাবলী

১) প্রার্থীর বয়স অনুর্দ্ধ ২৫ এবং কমপক্ষে ১৮ হতে হবে।২) শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিকে কমপক্ষ্যে ৪৫% নম্বর সহ উত্তীর্ণ হতে হবে।৩)উর্দু ও ইংরেজি টাইপিং-এ তুখড় হতে হবে। টাইপিং স্পীড মিনিটে অন্তত ২৫টি শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সব আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলিই বিবেচনাধীন হবে। ৫) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ হবে। প্রশ্ন পত্রের প্রত্যেকটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

প্রথম ভাগ: কুরআন করীম দেখে পড়া। প্রথম পারা অনুবাদ।
চল্লিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) (৩০ নম্বর)

২য় ভাগ: কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত
জামাতের আকিদা বিষয়ক প্রবন্ধ লেখনী।, দুররে সামীন (শানে ইসলাম) নযমগুচ্ছ থেকে নযম। (৩০ নম্বর)

৩য় ভাগ: উচ্চমাধ্যমিক সমমানের ইংরেজি। (২০ নম্বর)

৪র্থ ভাগ: মাধ্যমিক মানের গণিত। (কেরানী অফিস সম্পর্কিত প্রশ্ন) (২০ নম্বর)

৫ম ভাগ: সাধারণ জ্ঞান। (১০ নম্বর)

* কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। * লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। *প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(বি.দ্র: লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ ও আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ান-এ মালি/কেয়ারটেকার/চৌকিদার/রাধুঁনি/নানবাই/খাদিম মসজিদ হিসেবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি।

১) প্রার্থীর বয়স বয়স ১৮ বছরের বেশি ও ৪০ বছরের কম হতে হবে।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হতে হবে। ৫) ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৬)প্রার্থীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৭) নির্বাচন হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ৮) প্রার্থীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা) ই-মেল: diwan@qadian.in

Nazarat Deewan, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian
Pin-143516
Office: 01872-501130, 9682587713, 9682627592

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

“সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।” *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

খুতবার শেষাংশ.......

এর চারজন সাহাবীর স্মরণ করা হত তখন চতুর্থ নাম তার থাকত আর পাঁচজন সাহাবীর উল্লেখ করা হলে পঞ্চম নাম তার হত।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রাথমিক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোনো একজন বা দুজনেরও এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে, বিভিন্ন সময়ে আম্মারের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েছে। সুতরাং আম্মারের জন্য জান্নাত মোবারক হোক এবং তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, আম্মার সত্যের সাথে রয়েছেন এবং সত্য আম্মারের সাথে রয়েছে আর আম্মার যেখানেই যাবে সত্যকে অবলম্বন করেই যাবে এবং আম্মারের হত্যাকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৭,১৯৮)

সাঈদ বিন আব্দুর রহমান নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একজন ব্যক্তি হযরত উমর বিন খাত্তাব(রা.)-এর নিকট এসে বলে, আমি তো জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় আছি কিন্তু আমি পানি পাই নি। এটি শুনে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)কে বলেন, আপনার কি মনে নেই যখন আমরা, অর্থাৎ আমি এবং আপনি একটি সফরে ছিলাম; আপনি নামায পড়েন নি কিন্তু আমি মাটিতে পশুর ন্যায় গড়াগড়ি করে এরপর নামায পড়ে নিই। মূলত পানি না থাকার কারণে এমনটি করেন, অর্থাৎ তায়াম্মুম করেন। আমি মহানবী (স.)-এর কাছে এর উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, তোমার শুধু এটুকু করাই যথেষ্ট ছিল- একথা বলে তিনি তাঁর দুহাত মাটিতে মারার পর তাতে ফুঁ দেন আর নিজ মুখ এবং দু হাত মাসাহ্ (মর্দন) করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাইয়াম্মাম, হাদীস-৩৩৮)

আবু ওয়ায়েল বলেন, হযরত আম্মার আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছেন আর সংক্ষিপ্তাকারে দিয়েছেন কিন্তু বাগ্মীতাপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি মিম্বর থেকে নীচে নাম লে আমরা তাকে বলি, হে আবু ইয়াকযান! আপনি খুব বাগ্মীতাপূর্ণ কথা বলেছেন কিন্তু সংক্ষেপ করেছেন, আপনি এটি দীর্ঘ করলেন না কেন? তখন তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির দীর্ঘ নামায এবং সংক্ষিপ্ত খুতবা তার বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তাই নামায দীর্ঘ করো আর খুতবা সংক্ষিপ্ত করো। নিশ্চয় কিছু বক্তৃতা জাদুর কাজ করে।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমআ, হাদীস-২০০৯)

হাসান বিন বিলাল বলেন, আমি আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে দেখেছি, তিনি ওযু করার সময় দাড়ি খিলাল করেছেন। অর্থাৎ দাড়িতে আঙুল চালিয়েছেন। তাকে বলা হয় কিংবা বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বলি, আপনি কি আপনার দাড়ির খিলাল করছেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন, আমি কেন দাড়ি খিলাল করব না, যেখানে আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি?(জামে তিরমিযি, আবওয়াবুত তাহারা, হাদীস-২৯)

আমর বিন গালিব থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-এর কাছে হযরত আয়েশা (রা.)-এর দোষত্রুটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, দূর হ, তুই ধীকৃত, পাপিষ্ঠ। তুই কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রীকে অপবাদ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছিস?

(জামে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৮৮৮)

এই ছিল স্মৃতিচারণের কিছু অংশ। অবশিষ্ট যা রয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে তা বর্ণনা করা হবে।

একটি মর্মান্তিক সংবাদও রয়েছে। গত পরশু বুর্কিনা ফাসোতে আমাদের ৯জন আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। খুবই নৃশংসভাবে তাদেরকে শহীদ করা হয়েছে। এটি তাদের ঈমানের পরীক্ষাও ছিল যাতে তারা অবিচল থেকেছেন।

বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে নয় বরং প্রত্যেককে ডেকে ডেকে শহীদ করা হয়েছে। কিন্তু যাহোক, ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা কিছু এসেছে আরো আসছে। এজন্য ইনশাআল্লাহ্ আগামী জুমআতে বিস্তারিত বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা’লা তাদের প্রতি কৃপার আচরণ করুন এবং তাদের সবাইকে মর্যাদায় উন্নীত করুন। দোয়া করতে থাকুন, সেখানকার পরিস্থিতি এখনও এমন যে, যেসব সন্ত্রাসী এসেছিল তারা হুমকি দিয়ে গেছে, যদি পুনরায় মসজিদ খোলা হয় তবে আমরা পুনরায় আসব আর আক্রমণ করব। আল্লাহ্ তা’লা সেখানকার আহমদীদের তাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। যাহোক, আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir